

১৮। বুধের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ক্রশ চিহ্ন দেখা দিলে নানা অতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবার ইঙ্গিত দেয়।

১৯। বুধের ক্ষেত্রে মলিন ও তার বুকে তারকা চিহ্ন থাকলে অসংকার্যে উৎসাহ দেখা দেয়। কিন্তু বুধের ক্ষেত্রে উন্নত সুন্দর-তাতে তারকাচিহ্ন থাকলে তার কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।



২০। বুধের ক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন, প্রভাবকারী রেখা বুধের তারকাচিহ্নকে ভেদ করলে স্ত্রী বা কোন নারীর সম্পত্তি হঠাৎ করে লাভ হয়।

২১। একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ তারকাচিহ্ন বুধের ক্ষেত্রে শিরোভাগে থাকলে এবং স্বাস্থ্যরেখা পরিষ্কার এবং সরলরেখাভাবে দেখা দিলে ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং নানা শিল্পে প্রতিভার দ্বারা প্রভূত ধনের অধিকারী হন।

২২। যদি বুধের ক্ষেত্রে বৃত্ত চিহ্ন থাকে তাহলে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু যোগ।

২৩। বুধের ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ চিহ্ন থাকলে বিরাট আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া নির্দেশ করে এবং বিদ্যাচর্চা বা গবেষণা তাতে বিপুল বাধা এলেও তিনি ঠিক সময়েই উত্তীর্ণ হবেন।

২৪। বুধের ক্ষেত্রে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে রাজনীতিতে কূট বুদ্ধির পরিচয় দেন; তবে সেটা হবে ঘৃণিত এবং সংকীর্ণ উপায়।

২৫। বুধের ক্ষেত্রে গ্রীল চিহ্ন থাকলে কোন জালিয়াতি বা চুরির ঘটনায় ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেন।



২৬। বুধের ক্ষেত্রে বৃহস্পতি চিহ্ন থাকলে তিনি তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন এবং রাজনীতি, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানসাধনায় যথেষ্ট সম্মান লাভ।

২৭। বুধের ক্ষেত্রে শনির চিহ্ন থাকলে প্রতিভা প্রকাশ পেতে বিলম্ব হয় এবং মন সর্বদা বিষণ্ণ থাকে।

২৮। বুধের ক্ষেত্রে রবির চিহ্ন থাকলে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং ঈশ্বর সাধনায় উন্নতি লাভ করেন।

## আত্মলের পর্ব

বৃদ্ধাস্থি ছাড়া তজনী, মধ্যমা, অনামিকা কনিষ্ঠার প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি করে পর্ব আছে। নীচের তালিকা দিয়ে প্রত্যেক আত্মলের প্রত্যেক পর্বের গুণাগুণ বিচার করা হল। নিম্নে চিত্রটি দেখুন কোনটি কোন পর্ব।

প্রতিটি আত্মলকে তিনভাগে ভাগ করলে তার তিন ভাগের এক এক ভাগকে এক একটি পর্ব বলে। এই পর্ব তিনটির অর্থ নিম্নরূপ-

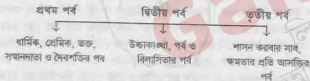
প্রথম পর্বে- প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্মবোধ।

দ্বিতীয় পর্বে- প্রেম-প্রীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

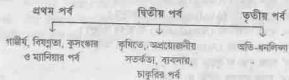
তৃতীয় পর্বে- হঠকারিতা জেদ ও প্রভুত্ব।



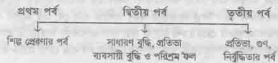
## তজনীর পর্ব বিচার



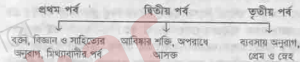
## মধ্যমার পর্ব বিচার



## অনামিকার পর্ব বিচার



## কনিষ্ঠার পর্ব বিচার



এবার তজনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আত্মলগুলির বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক-

## তজনী

এই আত্মলের অধিপতি হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি। এই আত্মল সঘন্যে কিছু জানতে ইচ্ছে পাঁচটি বিষয় ভালভাবে জানা দরকার।

- ১। এই আত্মল যদি স্বীকা হয়, তাহলে জাতকের মান-যশ-গৌরব যতটা হওয়ার কথা ততটা হয় না। নানারকম বাধা-বিষয়ের মধ্যে দিয়ে চলে। অন্যের কাছে সময় সময় ভ্রপদস্থও হতে হয়। আত্মীয়-স্বজনদের উপকার করলেও সে উপকার তারা স্বীকার করে না। আপনজনের চেয়ে অপরে অনেক কিছুই সাহায্য করে।
- ২। এই আত্মল যদি স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট হয় তাহলে কোন কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারে না অর্থাৎ জাতকের কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তার গভীরতা থাকে না। অপরে সহজেই তার উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- ৩। এই আত্মল যদি খুব বেশী লম্বা হয়, তাহলে জাতক অহঙ্কারী, প্রভুত্বকামী জননেতা হয়। ফরাসী সম্রাট সেনাপতি নেপোলিয়নের এই আত্মল খুব বেশী লম্বা ছিল।
- ৪। এই আত্মল যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে জাতক আদর্শবানী, চরিত্রবান, বিদ্বান, ভাবুক ও ব্যক্তিত্বশালী হয়।

৫। এই আদুল যদি লম্বা অসামিকার সমান হয় তাহলে জাতক চট্টকার যশাকাজী হয়। কিন্তু আমাদের শ্রবণ রাখতে হবে যে, এই আদুল অন্য সকল আদুলের চেয়ে বেশী বড় বা লম্বা হলে জাতককে অত্যাচারী শাসক, কমতালিসু অবাস্তববাদী করে তুলবে। জাতকের নাম বেশী প্রচার হলেও সুনাম হবে না।

## মধ্যমা

এবার মধ্যমা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই কিছু আলোচনা করছি। এই আদুল অন্য সকল আদুলের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বড়। শনি হলেন এই আদুলের অধিপতি। শনিই আবার বর্বরতা বাস্তবতার কারক। এজন্যে মানুষের মধ্যে দেখা যায় জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে পাশবিকতার সহজাত বিকাশ। বংশপরম্পরা সৃষ্টি ও জীবনের মাঝে আছে শনির প্রজননী প্রবৃত্তি। শনি বাস্তব জগতের অধিপতিও। জগতে বাস করতে হলে আমাদের প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা অঙ্গীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, অন্যান্য আদুল অপেক্ষা এই মধ্যমা ক্ষুদ্রতম তবে বুঝতে হবে জাতক পাগল। তার এ জগতে কোন কিছুই পরই অধিকার নেই। কিন্তু যদি এই আদুল বাঁকা দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তার মূগী, হাঁপানী বা অসহানি প্রভৃতির একটা কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আছে। তার প্রকৃতিও হবে অশান্ত ও অসংযত। এই আদুল যদি বেশী দীর্ঘ হয় নিঃসঙ্গতা, স্বল্পভাষী, উদ্যমী অধ্যবসায়ীর নির্দেশ করে। কিন্তু যদি ক্ষুদ্র হয়, তা অস্থির মনোভাবের সূচক। দীর্ঘ হলে—ভাল হিসাব-রক্ষক ব্যবসায়ী হয়।

## অনামিকা

অনামিকাকে রবির আদুল বলা হয়। শিল্প, সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব রবি প্রকাশ করে। এই রবির প্রাবল্যে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রচার করার আকাঙ্ক্ষা ঘটে থাকে। আমরা সকলেই এই আদুলেই অসুরীয় ধারণ করে থাকি। কেননা এই আদুলে জাতক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ দেখতে পায়। অনামিকা যদি বাঁকা হয় জাতকের সৌন্দর্য্য জ্ঞানকে হ্রাস করে। যদি সরল ও অবক্র হয় সৌন্দর্য্য কলা শিল্পবাচকে উন্নত করে ও বাস্তব কর্মনীয়তা আনে।

এই আদুল যদি বাঁকা হয় জাতকের শিল্পজ্ঞান হ্রাস পায় ও তাকে অসামাজিক করে তোলে। জাতক সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পারে না

বলে আত্মকেন্দ্রিক হয়। মধ্যমার সমান দীর্ঘ অনামিকা—ফাটকা, জুয়া বা অশৌচাচারী ব্যবসায়ের লাভ সূচনা করে। মধ্যমা প্রায় অনামিকার সমান হলে জাতকের কবি, সাহিত্যিক, জ্যোতিষী, চিত্রশিল্পী, গায়ক ও ভাল খেলোয়াড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার মধ্যে নেভা হবার একটা আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায়।

## কনিষ্ঠা

কনিষ্ঠা আদুলের অধিপতি হচ্ছেন বুধ। বুধের প্রকৃতি শিল্পের মত, কোন কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা, সরলতা, চঞ্চলতা, জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি, অনুকরণ প্রবৃত্তি, বিনয়ী, পণ্ডিতজ্ঞ ইত্যাদি। বিদ্বান উচ্চাভিলাষীদের কনিষ্ঠা সাধারণ আকারের হয়। কনিষ্ঠা অনামিকার তৃতীয় পর্ব অতিক্রম করে গেলে জাতক তাত্ত্বিক ও পণ্ডিতজ্ঞ হতে পারে।

কনিষ্ঠা যদি ক্ষুদ্র হয় জাতক অপরিণামদর্শী হয়। আবার কনিষ্ঠা যদি বেশী বাঁকা হয় চিরদিনের মত যে কোন একটা ব্যাধির নির্দেশ করে ও তাদের মন কুটিলতাপূর্ণ হয়।

## আদুলের আকৃতিগত ফল

বিভিন্ন আদুলের আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়। এই বিভিন্ন আকৃতির জন্য মানুষ বিভিন্ন রকম ফল ভোগ করে থাকে। এখন কোন আকৃতির আদুলে কি ফলাফল সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রধানতঃ আদুলকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ১। গাঁটালো আদুল

২। টুচালো আদুল

৩। চৌকো আদুল

১। গাঁটালো আদুল : এই আদুল সাধারণ লোকের হাতে থাকা খুব ভালো নয়। এই আদুল যাদের হাতে দেখা যায় সাধারণতঃ তারা সন্দেহবাদী, সাবধানী, স্বার্থপর ও ক্লক মেজাজী হয়ে থাকে। পেটের কোন না কোন রোগ এদের দেখা যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তিও কমে যায়। এরা আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হিসেব করে কথা বলে। এইজন্যে জীবনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়দের ব্যাপারে এরা অল্পত অভিজ্ঞতা লাভ করে। গাঁটখুঁত লম্বা আদুল

যাদের তারা আইনজ্ঞ, চিকিৎসক ও হিসাব-রক্ষক হয়।  
আব্দুল যদি গাটযুক্ত হয় তাহলে জীবনের উন্নতির পথ  
নানারকম বাধা-বিঘ্নময় হয়। এরা গাটহীন আব্দুলের  
অধিকারীদের চেয়ে বেশী চতুর, কুটিল লোকচরিত্রে  
গুয়াকিবহাল হয়। এদের দায়িত্ববোধ খুব বেশী হয়।  
এরা কোন কাজে হাত দেবার আগে ভালভাবে  
চিন্তা-ভাবনা করে কাছে হাত দেয়। আবেগের চেয়ে  
সত্য যুক্তিকেই এরা বেশী পছন্দ করে।



গাটালো আব্দুল

২। ছোটালো আব্দুলঃ এই আব্দুলের জাতকগণ সাধারণতঃ পাঞ্জীর্ষ্য,  
দান্তিকতাপূর্ণ হয়। স্বার্থপরতা, সূচ্যাম স্বাস্থ্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি, গণিত, ভূগোল,  
বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় অনুরাগ। এদের সুরুচি-বোধ খুব প্রখর।  
কোথায় কি ভাবে চলতে পালে বা কখন সঙ্গে কিভাবে মিশতে হবে তা এরা  
ভালভাবেই জানে। জীবনে বাধা বিঘ্নের সঙ্গে এদের খুব বেশী লড়তে হয় না।  
জীবনের প্রথম ভাগে এদের পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু মধ্যবয়স থেকে শেষভাগ  
পর্যন্ত এদের নির্বিঘ্নেই কাটবে। এদের বন্ধু-বান্ধব বেশী থাকে না। কিন্তু যে  
দু'একজন থাকে তাদের কাছে এরা যে কোন নিক থেকে উপকার পায়। কঠোর  
পরিশ্রম, স্বকীয়তা ও মিতব্যয়িতার গুণে জীবনের শেষ  
ভাগে এরা সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হয়। এরা  
নিজেদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে  
না। এদের গান-বাজনা বা শিল্পে সহজাত অনুরাগ থাকে।  
এরা সাধারণতঃ চাপা স্বভাবের হয়ে থাকে এদের চরিত্র  
কেউ বুঝতে পারে না। এরা নিজেরা যেমন নিজেদের  
রহস্যজালে ঘিরে রাখে তেমনি রহস্যময় ও গুপ্তবিন্দ্য  
এদের যৌক বেশী। দেশের নেতা, অভিনেতা ও জীবনে  
বড় হবার অগ্রহ এদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়।



ছোটালো আব্দুল

৩। চৌকো আব্দুলঃ চৌকো আব্দুল যাদের তারা খুব বাস্তববাদী। তারা  
একেবাকী স্বীকার করে 'জগৎ সত্য'। বাকী সব মিথ্যা। ভোগ করাই হচ্ছে  
তাদের জীবন দর্শন।

পৃথিবী বিখ্যাত জড়বাদী পণ্ডিতদের বেশীর ভাগের হাতেই এই আব্দুল  
দেখতে পাওয়া যায়। এই আব্দুল যাদের হাতে থাকে তারা শিল্পে, বাণিজ্যে  
বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় দক্ষতা অর্জন করে থাকে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন,  
ভূবিদ্যা গণিতে এরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারে। এ ছাড়া পৃথিবীর বড়  
বড় রাজনীতিবিদ, চিত্রশিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ও খনিজদ্রব্যের ব্যবসায়ীদের  
হাতেও এই রকম আব্দুল খুব বেশী দেখা যায়। চৌকো আব্দুলের লোকদের  
স্মৃতি শক্তি খুব বেশী না থাকলেও মৌলিক চিন্তা ও বুদ্ধির জোরে তারা অনেক  
বড় বড় কঠিন কাজে সফল হতে পারে। এই ধরনের আব্দুল বড় বড়  
জাতীয়তাবাদী, সাহিত্যিক কবির হাতেও দেখা গেছে। দেশের বড় বড়  
আইনজ্ঞদের হাতে ও ইতিহাসের ছাত্রদের হাতে এই প্রকারের আব্দুল অনেক  
দেখা যায়। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর হাতেও এই আব্দুল ছিল।  
রাশিয়ার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ, আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি  
আইজেনহাওয়ার, ব্রিটেনের উইনষ্টন চার্চিল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লেনিন,  
কার্ল মার্কস সুভাষচন্দ্র বসু ও রাসবিহারী বসুর হাতেও এই আব্দুল দেখা গেছে।  
পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী রাশিয়ার গ্যাগারিন-এর হাতেও চৌকো আব্দুল  
ছিল। পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে মানুষকে রক্ত বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে  
হয় তাদের প্রায় সকলের হাতেই এই আব্দুল দেখা যায়।

আব্দুল দৈর্ঘ্যে হাতের চেটোর চেয়ে বেশী ছোট হলে বুঝতে হবে বহুমুখী  
প্রতিভা থাকলেও তা প্রকাশ করার শক্তি জাতকের নেই। আবার যদি দেখা যায়  
যে আব্দুলগণি হাতের চেটোর দিকে বেকে আছে, তাহলে বুঝতে হবে যে  
জাতক তার সমসাময়িকদের চেয়ে চিন্তা জগতে বেশী এগিয়ে চলেছে। এই  
জন্যে তার ব্যক্তিত্বকে সাধারণ লোকে বুঝতে পারছে না। জাতককে প্রতিকূল  
অবস্থার সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। এরা প্রায়ই জীবন-যুদ্ধে  
সফল লাভ করে। আকর্ষণী শক্তি এদের মধ্যে খুব বেশী থাকে। শিল্পীর মত  
শিল্পবোধ হচ্ছে এদের একটি বিশেষ গুণ। খুব বাস্তববাদী হলেও মাঝে মাঝেই  
এরা আদর্শের স্বপ্নে ডুবে যায়। এদের মনে কোন না কোন অশান্তি ও অবসাদ  
আসতে পারে। স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটতে পারে।

## বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা বুদ্ধা আঙ্গুল পরিচিতি

পূর্বে আমরা তজ্জলী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুল সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। এই আঙ্গুল হাতের অন্য সকল আঙ্গুলের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেছেন—“The superiority of man over animals lies in the hand. His superiority over other man is in the thumb.”

বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে :

- ১। নমনীয় বা ক্লিঞ্জ হেলান।
- ২। অনমনীয় বা অতি সরল।
- ৩। গদার মত মোটা মাথাবিশিষ্ট।
- ৪। কটিযুক্ত বা সরু কোমরবিশিষ্ট।

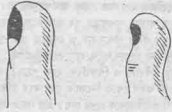


১। নমনীয় বা ক্লিঞ্জ হেলানঃ যদি হাতের চেটোর বুড়ো আঙ্গুল হেলান অবস্থায় দেখা যায় তাহলে জাতক উদার, সদাহাস্যময় ও অমায়িক প্রকৃতির হয়। এরা যে কোন জায়গায় ও যে কোন অবস্থায় এরা সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। নিজের মতকেও এরা যেমন গুরুত্ব দিয়ে থাকে, অপরের মতকে তেমনি সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরা খুব বেশী সামাজিক হয় ও মিতকে।

এরা সহজেই উত্তেজিত হয়ে যায়। এরা স্বার্থপর হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ করতে বা তাদের খাওয়াতে খুব ভালবাসে। এর যেমন ভাবুক, তেমনি অভিমানী। প্রেম-প্রীতি জনসেবায় ও নেতৃত্বে এরা খুব সফল হয়। যাদের বুড়ো আঙ্গুল সামান্য হেলান থাকে তারা ভাল চিত্রশিল্পী, গায়ক, কৌতুক অভিনেতা, খেলোয়াড়, ফেরারী ও শিক্ষাবিদ, হতে পারে। সমাজ সংসারের প্রচলিত নিয়ম-কানুনের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইতিহাসের সত্যকে অবলম্বন করতে চায় বা প্রগতিবাদকে প্রণয় দেয়। এরা সমাজ-সংস্কার-ধর্ম ত্যাগ করে কোন বিদেশীকে জীবন-সঙ্গিনী করতে দ্বিধাবোধ করে না। হাতের চেটো থেকে বুড়ো আঙ্গুলের মূল কত দূরে অবস্থিত সেটা লক্ষ্য করতে হবে। যার বুড়ো আঙ্গুল হাতের চেটোর যত বেশী কাছে থাকবে সে তত বেশী কৃপণ হবে ও টানকা-কড়ি জমিয়ে অর্থশীল হতে পারবে। কিন্তু বুড়ো আঙ্গুল যদি হাতের চেটো থেকে বেশী দূরে থাকে তাহলে সে অপব্যয়ী হবে। আঙ্গুল বেশী ঘন সন্নিবিষ্ট হলে জাতক, ধনী, মানী ও মিতব্যয়ী হয় ও জীবনে বহু টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হয়।

২। অনমনীয় বা অতি সরলঃ যাদের বুড়ো আঙ্গুল অনমনীয় বা খুব সোজা তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-বোধ খুব বেশী। এরা বাস্তববাদী, স্বার্থপর, প্রশংসাপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক হয়। এরা খুব গভীর চিন্তাশীল হয় ও নিজের মতানুযায়ী চলে। নিজের মত ও পথকেই ঠিক বলে মনে করে, এজন্যে কারো উপদেশও এরা নেয় না। কোন কাজ শেষ করতে এরা বেশী সময় নেয়। কিন্তু কাজ শেষ না করে ছাড়ে না। এদের স্বভাবও হয় চাপা; বাইরে কিছু প্রকাশ করে না। সব সময় নিজেকে সকলের চেয়ে বড় বলে মনে করে। গভীর একাত্মতা ও খুব পরিশ্রম করার শক্তি থাকায় বৈয়তিক জগতে সাফল্যলাভ সম্ভব হতে পারে। বড় বড় লেখক, সাহিত্যিক, আদর্শবাদী, রাজনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক ও মন্ত্রবীরদের হাতের চেটোয় এই রকম সোজা বুড়ো আঙ্গুল দেখা যায়।





৩। গদায় মতো মোটা মাথাবিশিষ্টঃ যাদের বুড়ো আব্দুল এই ধরনের হয় তারা বর্বর ও হত্যাকারী হয়ে থাকে। কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে যে কোন লোককে খুন করতেও এরা দ্বিধা করে না। কোন অন্যায় কাজ করতে এরা কোন সময় কুষ্ঠাবোধ করে না, তা সে নারী-হত্যা বা নারী-ধর্ষণই হোক। চিন্তা করার ক্ষমতাও এদের মধ্যে খুব কম থাকে এবং বুদ্ধি ও বিচারশক্তি থাকে না বললেই চলে। এই ধরনের আব্দুল কসাই, গাড়েয়ান, মুটে ও ভারবাহী মুজরদের মধ্যে বেশী দেখা যায়।



৪। কটিযুক্ত বা সরু কোমরবিশিষ্টঃ যাদের বুড়ো আব্দুল কটিযুক্ত বা সরু কোমরবিশিষ্ট হয় তারা খুব চতুর, বুদ্ধিমান, বিধান ও কূটনীতিজ্ঞ হয়। এরা সহজেই লোকের সঙ্গে মিশতে পারে ও লোকের চরিত্র ও মনের ভাব বুঝতে পারে। সহজে এদের কেউ যে কোন ব্যাপারে ঠেকাতে পারে না। এরা সাধারণতঃ বেশী ভাবপ্রবণ, নম্র, বিনয়ী, জ্ঞানী, আদর্শবাদী, রাজনীতিজ্ঞ, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক ও বাবসারী হয়ে থাকে। সুন্দরকে এরা শিল্পীর মন দিয়ে ভালবাসে। এদের দিকে নারীরাও একটা আকর্ষণ অনুভব

করে। ব্যক্তিত্বশালী বলে এদের উপর কেউ প্রভুত্ব করতে সাহস করে না। এদের ব্যক্তিত্ব-বোধও হয় খুব প্রখর। কোন কাজ বিশ্বাস করে এদের দিলে এরা বিশ্বাসঘাতকতা করে না, দায়িত্ব নিয়েই সুষ্ঠুভাবে সে কাজ সম্পন্ন করে। বিশ্বাসী বন্ধুদের এরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

অল্প বয়সেই এরা বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে থাকে। জীবনের প্রথম দিকটা নানা রকম বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে কাটলেও মধ্য ও শেষ বয়সে এরা নিজেদের চেষ্টিয়া কল্পনাশীল অর্থ ও সাফল্য লাভ করে থাকে।

### বুড়ো আব্দুলের পর্ব বিচার

বুড়ো আব্দুলের প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব ও তৃতীয় পর্বে আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ফলাফল হয়। যেমন—

প্রথম পর্বে— প্রেম, আবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় পর্বে— যুক্তি, বিশ্লেষণ শক্তি, ন্যায়বোধ ও বিচার শক্তি।

তৃতীয় পর্বে— ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান ও ধর্মবোধ।

প্রথম পর্ব যদি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হয়, তাহলে জাতক ভালবাসা ও প্রেমের মানোই নিজেই ভরিয়ে রাখে। এই পর্ব যদি ছোট হয় জাতক একগুঁয়ে হয়।

দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ হলে জাতক প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হয়। যুক্তি ভিন্ন সে কোন কিছু বিশ্বাস করতে চাইবে না। প্রচলিত রীতি-নীতি ও কুসংস্কারের একান্ত বিরোধী ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে ব্যাপক ও প্রগতিশীল। এরা অতিমাত্রায় বাস্তববাদী। তাই বিচার ক্ষমতাও এদের নিখুঁত।

তৃতীয় পর্ব স্বাভাবিক হলে জাতকের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা-শক্তি ও কর্ম-শক্তির সামঞ্জস্য থাকে এবং সে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু পরিশ্রমের সমান ফল ভোগ করতে পারে না।

তৃতীয় পর্ব বুড়ো আব্দুলের দুই পর্ব থেকে যদি বেশী লম্বা হয় জাতক অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী হয়। ইচ্ছা-শক্তি খুব বেশী থাকায় মনে বা ভোগ করতে চায় তাই ভোগ করে যেতে পারে। এই রকম জাতকবর ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণীয়-শক্তি বেশী থাকায় সহজে তার ওপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অহঙ্কার ও আত্মভিমান এদের মধ্যে কম বেশী লক্ষ্য করা যায়।

## অঙ্গুলিচক্র বা মুদ্রা বিচার

আঙ্গুলের মাধ্যম দিকে উপরে চত্রের মত গোলাকার ও অর্ধ-গোলাকার সর্বত্র রেখাগুলিকেই চক্র বা মুদ্রা বলা হয়।

আঙ্গুলের মুদ্রাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে—

- ১। ফাঁস-মুদ্রা (ফাঁসের মত)।
- ২। তাঁবু মুদ্রা (তাঁবুর মত)।
- ৩। ফুল-মুদ্রা (ফুলের মত)।
- ৪। বিলানকার-মুদ্রা (আখা গোলক)।
- ৫। বহুমুখী-মুদ্রা (বহুভাগে জোড়া লাগা)।

১। ফাঁস-মুদ্রা : ফাঁস-মুদ্রা সাধারণতঃ আঙ্গুলের বৈদিক থেকে ডানদিক বা ডানদিক থেকে উঠে বৈদিকে প্রসারিত হয়। এই মুদ্রা বা চক্র তরুণীতে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রা যদি অন্য কোন আঙ্গুলে থাকে তাহলে জাতক উচ্চ মানসিক শক্তির অধিকারী হয় না। এরা ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ। এই শ্রেণীর জাতক চট করে যে কোন পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না। এদের বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার এবং জ্ঞান প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু এদের মধ্যে একপ্রকার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যাদের হাতের সব আঙ্গুলেই একরকম মুদ্রা দেখা যায় তারা খুবই কোমল ও দুর্বলচিত্ত হয়। যে কোন লোক এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়।

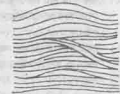
২। তাঁবু-মুদ্রা : এই মুদ্রা হাতের আঙ্গুলের মাধ্যম যদি দেখা যায় তাহলে জাতক বহু বিষয়ের খবরা-খবর রাখবে ও যে কোন জায়গায় ও যে কোন পরিবেশে নিজেকে সব সময় মানিয়ে নিতে সক্ষম হবে। এদের মধ্যে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা বা চামড়ার কোন রোগ থাকার সম্ভাবনা আছে। এরা সামান্য কারণেই চমকে ওঠে বা হঠাৎ করে কোন কথায় মনে আঘাত পেয়ে বিরক্ত হয়ে বেগে ওঠে। এই শ্রেণীর জাতক



ইচ্ছা করলে ভাল শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এরা সঙ্গীতপ্রিয় হয়। শান্ত পরিবেশে এরা থাকতে ভালবাসে। জীবনে বড় হবার ইচ্ছাও প্রেরণা বেশী থাকায় এরা বেশী বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতে চায় ও নানারকম মত বা আদর্শ নিয়ে সব সময় চিন্তা করে। কিন্তু এদের জীবনের উদ্দেশ্য যে কি তা এরা নিজেরাই ভালভাবে বুঝতে পারে না। এদের ভাবাবেগের পরিবর্তন বিশেষ নেই। কিন্তু মত হঠাৎ পাল্টালেও আত্মর্য্য হবার কিছুই নেই। ভাবের পরিবর্তন থেকেই এদের নানাপ্রকার বিপদের সৃষ্টি হয়। সেজন্য নানারকম আব্রহরণতা থেকে এদের সতর্ক হওয়া উচিত।

৩। ফুল-মুদ্রা : আঙ্গুলের সকল মুদ্রার মধ্যে ফুল-মুদ্রাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী শুভফলপ্রসূ। এই মুদ্রা যাদের হাতের আঙ্গুলে থাকে তাদের চিন্তার ও কাজে মৌলিকতা থাকে। সাধারণতঃ সকলে যা ভাবে বা করে এরা ঠিক তাই করবে এরকম ধারণা ভুল। স্বাধীনভাবে চিন্তা করে কিছু করবার ক্ষমতা নিয়েই এরা জন্মায়। এরা যে কাজ করে তা খুব চিন্তা-ভাবনা করেই করে। এদের স্বভাব চপা; সহসা কেউ এদের মনের ভাব বুঝে উঠতে পারে না। এরা ভীষণভাবে সন্দেহবৃত্তিক হয় এবং কোন বিশেষ নিয়ম কানুনের মধ্যে বাঁধা থাকতে ভালবাসে না; বিশেষ করে যখন এদের নিজেদের পার্শ্বে আঘাত লাগে। ঘোমতু বুকে কোপ মারতে এরা খুব পটু হয়।

৪। বিলানকার-মুদ্রা : যাদের হাতে বিলানকার-মুদ্রা থাকে তারা সকলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। এরা সব সময় একা একা থাকতে খুব ভালবাসে। এদের স্বভাব হয় খুব চাপা। যাদের হাতের আঙ্গুলে এই মুদ্রা দেখা যায় তারা অল্পেতেই হতাশ ও দ্বিধাপ্রসূ হয়। তাদের মধ্যে লোক চিনবার বা লোকের কথা তুলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা কম থাকে। এরা কোন সময় নিজেদের দোষ-ত্রুটিতে ক্ষমা করে না। জীবনে এরা ব্যাঘাত ক্ষতি করে না। সকল জায়গায় ন্যায় রক্ষা করতে চেষ্টা করে।



৫। বহুমুখী-মুদ্রা : যাদের হাতে

আঙ্গুলের মাধ্যম এই মুদ্রা থাকে তারা বেশ বাস্তববাদী হয়। হাতে-কলমে কাজ করতে এরা খুব পটু। তেমনি বড় বড় বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, কল-কল্যাণ, যন্ত্রপাতি ও এরা তৈরী করার ক্ষমতা রাখে। ব্যবসা বাণিজ্যেও এরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এরা সব কিছু বাস্তবে দেখতে



চায়, কল্পনা করে বেশী আনন্দ পায় না। এদের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা এতে বেশী থাকে যে, অনেক সময় তা সফল হয় না সেজন্য এদের অত্যন্ত জীবন যাপন করতে হয়। বিবাহিত-জীবনও এদের বিশেষ সুখপ্রদ হয় না। এদের স্বভাব নিজেদের দোষ ত্রুণের ঘাড়ে চাপিয়ে বেড়ানো। সমাজে থাকলেও সমাজের সকল ব্যবস্থা এরা মেনে নিতে পারে না। এরা হৃদরোগ, বাত বা কোন শ্বেছজনিত রোগে ভুগতে পারে। মানসিক অশান্তিতে এরা সব সময় ভুগতে থাকে।

### মুদ্রা বা চক্রের সংখ্যাগত ফল

- ১। দু'হাতে আঙ্গুলের মাধ্যম যদি একটি করে মুদ্রা থাকে তাহলে সে সব দিক দিয়েই খুবই সুখী হবে। সুন্দর বিলাসপ্রবী ও সুন্দরী নারী ভোগ করতে পারবে। ব্যবসা বাণিজ্যে তার প্রভূত উন্নতি হবে।
- ২। যদি দু'টি মুদ্রা থাকে তাহলে তার কখনই অভাব বোধ হবে না এবং তার লোকবলও যথেষ্ট থাকবে। কিন্তু সে কোন দৈহিক বা মানসিক ব্যাধিতে কষ্ট পেতে পারে।
- ৩। হাতে যদি তিনটি মুদ্রা থাকে তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভূত মান সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন উপভোগ করতে পারবে।
- ৪। আঙ্গুলে চারটি মুদ্রা থাকলে জাতক বিদ্বান এবং অনেক সম্ভ্রানের জনক বা জননী হন। দরিদ্র হবার সম্ভাবনা আছে।
- ৫। যদি আঙ্গুলে পাঁচটি মুদ্রা থাকে তাহলে জাতক খুব লোভী হয় ও তাদের যৌন উত্তেজনা বেশী থাকে। এরা জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জনে সক্ষম হন।

- ৬। আঙ্গুলে ছয়টি মুদ্রা থাকলে তাদের ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল হয়। যোগ, জ্যোতিষ ও সন্মোহন বিদ্যায় তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- ৭। আঙ্গুলে সাতটি মুদ্রা থাকলে জাতক সুখী ও সৌভাগ্যশীল হয়। তার টাকা-পয়সার কখনও অভাব হয় না।
- ৮। যাদের আঙ্গুলে আটটি মুদ্রা থাকে তাদের মধ্যে অলসতা খুব বেশী হয়। বেশী কাজ-কর্ম করতে এরা মোটেই পটু নয়।
- ৯। আঙ্গুলে যদি নয়টি মুদ্রা থাকে তাহলে খুবই সৌভাগ্যের লক্ষণ। এরা সহজেই অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে পারে ও সকলেই তাকে সম্মান দেয়।
- ১০। আঙ্গুলে যদি দশটি মুদ্রা থাকে তাহলে তা রাজযোগ্য কারক। দরিদ্র ঘরে জন্মালেও তারা নিজ-ভাগ্যের গুণে রাজার মত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়। জীবনে কখনোই এদের অর্থ কষ্ট হয় না।

### মুদ্রার আঙ্গুলগত ফল

বৃহস্পতি মুদ্রাচিহ্ন থাকলে ভোগী, সুখী, ধনী, জ্ঞানী ও শয়রী হয়। সমাজের সকলেই এদের সম্মান করে। কিন্তু এরা খুব কামুক প্রকৃতি হয়, বিবাহিত-জীবনেও খুব সুখী হয় না। জীবনের বেশীর ভাগ সময় এরা বিদেশে কাটায়। এরা সাধারণতঃ পত্নী পানী প্রিয় হয় ও পুণ্ড্রতে ভালবাসে।

তর্জনীতে মুদ্রাচিহ্ন থাকলে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সহায়তায় জীবনে উন্নতি করতে পারে। কিন্তু তাকে অনেক বাধা-বিষ্ম অতিক্রম করে এগোতে হবে।

মধ্যমায়া মুদ্রাচিহ্ন থাকলে সাধক, জ্ঞানী ও ধার্মিক হয়। জীবনের শেষ দিকে কোন বিশেষ ধাতুর বা খনিজ পদার্থের ব্যবসারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। শনিবার যদি এরা কোন কাজ করে তাহলে তাড়াতাড়ি ফল পাবে।

অনামিকায় মুদ্রাচিহ্ন থাকলে হঠাৎ কোন কাজ পায়। মধ্য বয়সে তারা খুব অর্থশীল হবেই। সুন্দরী নারী ও বিলাসপ্রবী এরা ভোগ করতে পারে। যৌবনে নানা রকম মানসিক অশান্তির মধ্যে কাটলেও নিজেদের পরিশ্রম ও চেষ্টায় যুবাবস্থায় প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করে। জীবনে এদের বহু দেশবিদেশে ঘুরতে হবে ও আত্মীয়দের বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে।

কনিষ্ঠায় যাদের মুদ্রাচিহ্ন থাকে তারা চাকুরী ও ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি করে। সরকারী চাকুরীতে তাদের পদোন্নতি হবে। দাম্পত্য জীবনে এরা খুব সুখী হবে এবং বিবাহের পর এদের ভাগ্যোন্নতি হবেই।



## তৃতীয় অধ্যায় নখ, নখের রং ও চন্দ্রমা বিচার

### আঙ্গুলের নখ

হাত দেখার পূর্বে আমি আঙ্গুলের নখ দেখতে উপদেশ দেব। কারণ, এই নখের বিচার করে অনেক কিছুই জানা যায়। অনেকে নখের উপর তেমন কোন গুরুত্ব দেন না। তাঁরা বলেন নখের সঙ্গে হাতের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি বলবো আঙ্গুলের নখ দেখে মানুষের জীবনের অনেক কিছু বলা যায়।

আমরা সাধারণতঃ হাতের নখকে চারভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) লম্বা নখ (২) চওড়া নখ

(৩) ছোট নখ (৪) সরু নখ

এবার আমি কোন নখের কি প্রকৃতি তা জানাচ্ছি।

১। লম্বা নখ ও বিশেষ করে পাতলা ও অগ্রভাগ পান পাতার আকৃতি থাকলে তিনি দুর্বল চিন্তের হন। স্বাস্থ্য ভাল যায় না। তবে তাঁর বুদ্ধিমত্তা দেখবার মত শানিত।

২। লম্বা, পাতলা ও বাঁকা নখের জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠের রোগ হয়। কিন্তু তিনি একটুতেই রেগে যান।

৩। লম্বা, পাতলা ও সরু নখের জন্য তিনি ঠাণ্ডা, ভীষণ ও অশ্রদ্ধেয় প্রিয় হন।

৪। চওড়া ও লম্বা নখের জন্য তাঁর মেধা, বুদ্ধি, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বেশী থাকে। সহজে যে কোন বিষয় বুঝতে পারেন।

৫। ক্ষুদ্র নখ—যাদের আঙ্গুলের নখগুলি ছোট, তাঁরা বেশ পরিশ্রমী, কঠোর, শক্তিশাল, নিজের ভালটা বুঝতে পারেন।

৬। ক্ষুদ্র, শক্ত এবং কিয়দংশ চামড়া মাংসে ঢাকা নখযুক্ত হাতের মানুষ জেলাধী, খণ্ডাটে, হতাশযুক্ত ও গোষ্ঠী হন। এদের জীবন বিনুন্নর সুখের হয় না।

৭। ক্ষুদ্র ও ধূসর বর্ণ নখের জন্য তিনি দুর্বল চিন্তা হন—তাঁর মানসিক ব্যাধিও প্রকাশ পায়।

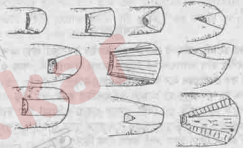
৮। ক্ষুদ্র ও রক্তিম বর্ণ নখের জন্য তিনি তীব্র প্রতিবাদপ্রিয় ও তেজী এবং একচেয়ে হন।

৯। ছোট, চতুষ্কোণ ও নীলচে বর্ণ নখের জন্য নুকের দোষ; শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি ও ক্ষয় রোগ হতে পারে।

১০। ছোট, একটু চওড়া ও চতুষ্কোণ নখের জন্য কামনা বৃদ্ধি পায় ও বিপরীত লিঙ্গের পছন্ডে খাবিত হন। তাঁর জেন্দেব ও বেশী।

১১। ক্ষুদ্র ও ত্রিকোণাকৃতি নখের জন্য তিনি ভাবপ্রবণ, উদার কিন্তু অতিসার রোগে ভোগেন।

১২। খুব চওড়া নখের জন্য তাঁর যে কোনো বিপদ আঙ্গুল না কেন, তা থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা পান।



১৩। ক্ষুদ্র, সরু ও ঈষৎ বাঁকা নখের জন্য পেটের রোগ হয় বেশী। পাজরেও ব্যথা বৃদ্ধি পায়।

১৪। দীর্ঘ, পাতলা ও সরু নখ—ভীত, শান্ত, ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি।

১৫। যথারীতি পাতলা ও সরু নখ—সুন্দর স্বভাব ও কর্তব্যপরায়ণ।

১৬। লম্বা, সরু ও উজ্জ্বল নখ—সুখী, সুন্দর স্বভাব, সুন্দর স্বাস্থ্য।

১৭। সরু নখ—সরু হাতের সরু নখ থাকলে তিনি কৌতুকপ্রিয়, শ্রেষ্ঠ যুক্ত কথায় পটু, পরিশ্রমী ও জীবন এবং জগৎক তির্যকভাবে দেখেন।

১৮। পিরামিডাকৃতি নখ—সাধক, ভক্ত, কর্তব্যপরায়ণ, পরদৃষ্টব্যাক্তর ও ভজনপ্রিয় হন।

১৯। নখের মধ্যে গিঁট রং—একটুতেই রেগে যান, স্বার্থপর।

২০। নখের উপর কোনো কোনো রেখা থাকলে—নানা ব্যাধি, যন্ত্রণা দুঃখ, বিষপ্রতা, বৃত্তবৃত্তে স্বভাব, মানসিক রোগ।

২১। প্রথম আঙ্গুলের নখ সামান্য বাঁকা হলে তাঁর মধ্যে নানাগুণ ও পরিশ্রম ক্ষমতা আছে।

২২। যীতর জনের আগে হিপোক্রেস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৫৭) বলেছেন—  
“Nail of the first finger much bent inward indicates scrofula and  
consumption and to this day this diagnosis is accepted as correct.”

২৩। নখ দেখে মানবদেহের নানা ব্যাধির আবির্ভাব বোঝা যায়  
এ-কথা এ্যারিস্টটলও বলেছেন।

২৪। নখের উপর রক্ত স্বেতবিন্দু থাকলে রক্তসঞ্চালন বাধা, রক্তশূন্যতা  
রোগ হয়।

### নখের রং

নখের রং যদি গোলাপী বা লাল রং-এর হয় তা সুন্দর স্বাস্থ্য ও কর্মনীয়তা  
দেয়। বেশীর ভাগ ভাগ্যবানদের হাতের নখের রং গোলাপী, লাল ও তামাটে  
হয়। নখ যত মোলায়েম হবে ভাগ্যও তত প্রসন্ন হবে।

নখের রং যদি হলুদ হয় তাহলে খুব মানসিক শক্তি দেয় কিন্তু এরা একটু  
বেশী কামুক হয়। বুদ্ধি খুব বেশী থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে এরা উন্নতি লাভ  
করে। কিন্তু শত্রু ও ঊচ্চ-নীচ আকৃতির নখে স্থানে স্থানে যদি নীল, হলুদ ও সাদা  
রং থাকে তা যে কোন রকম নেশা করার ইচ্ছা নির্দেশ করে।

### নখের চন্দ্রমা

নখে বড় চন্দ্রমা থাকলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সর্বল হৃদয়ঙ্গের অধিকারী  
বোঝায়। প্রতিটি আঙ্গুলে বড় চন্দ্রমা থাকলে শ্রেষ্ঠাধিকার কোন না কোন পীড়া  
হয়। ঐ চন্দ্রমা খুব বড় হওয়া ভাল নয়। বেশী বড় হলে হৃদয়ঙ্গের ও রক্তবাহী  
শিরা উপশিরার রোগ সূচনা করে। কিন্তু মাঝারী আকারের চন্দ্রমা মানুষকে  
ধনী, জ্ঞানী করে ও কর্মনীয়তা দেয়। নখে খুব ছোট চন্দ্রমা থাকলে হৃদয়ঙ্গের কোন



রোগ, বুদ্ধির অভাব, শরীরে রক্তাশূন্যতা, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ও মনের  
শক্তিহীনতার যে কোন একটির নির্দেশক। ঐ নখের চন্দ্রমা কালো নীল বা  
লেগুনি রং-এর হলে দেহের মাংস-পেশী ও স্নায়ুর শক্তি শেষ করে মরণের দিকে  
এগিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ নখ গোলাপী বা সাদা থাকা সৌভাগ্যসূচক।

## হস্ত পরিচিতি

### দক্ষিণ ও বাম হস্ত

হস্তরেখা বিচার রতে হলে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের বিচার পৃথকভাবে করতে  
হয়। সাধারণতঃ পুরুষের ডান হাত এবং স্ত্রীলোকের বাম-হাত দেখে বিচার  
করার পদ্ধতি। তবে গ্রন্থোক্তন্যে দুটি হাতই বিচার করতে হয়। ভারতীয়  
হস্তরেখা শাস্ত্রে এই রকম নির্দেশই আছে।

পাশ্চাত্য মত কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। পাশ্চাত্য মতে নারী-পুরুষ  
নির্বিবেশে ডান হাত দেখেই বিচার করা হয়।

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

শৃণু বংস্র ডবক্ষ্যামি হস্তরেখা বিচারণম্।

দক্ষিণো পুরুষো জেরং নারী বামকরে জ্ঞতম্।

অর্থাৎ হস্তরেখা বিচার করতে হলে পুরুষের ডান হাত এবং নারীর বাম হাত  
দেখে জ্ঞাতজ্ঞ বিচার করবে।

### নরম ও শক্ত হাত

নরম হাতঃ যে সকল হাত নরম তাদের মন হয় কোমল প্রকৃতির। হাত  
যদি বেশী নরম হয় তাহলে জাতক জ্যোতিষ ভাবুক ও আবেগপ্রবণতা হয়। এদের  
মধ্যে চিন্তা করার কমতা খুব বেশী থাকে। এরা সামান্য দুঃখ বেদনাতেই ভেঙ্গে  
পড়ে। জীবনে তারা নানাভাবে দুঃখ পেয়ে থাকে। নারীদের সঙ্গে সলাসেশা  
করলে এরা প্রভাবিত হয়। ভালবাসার প্রতিদান কোনদিন এরা পার না। এদের  
হৃদয়ে থাকে সর্বস্বরা প্রেমের নেশা। এরা অপরকে ভালবেসে নিজেকে সুখী মনে  
করে। কিন্তু প্রকৃতই এরা সুখী হতে পারে না। এদের মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তি  
বেশী থাকার পাঁচজনের সঙ্গে ভালভাবে মিশতে পারে। এরা বর্হিজগতের  
সমস্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামার না। এরা কিছু পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক। এরা  
খুব বুদ্ধিমান হয়। গান বাজনা, জলপথে ভ্রমণ, ছবি আঁকা বা কোন শিল্প বিষয়ে  
এদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। এদের সৌন্দর্য্য ও শিল্পবোধ ও তীক্ষ্ণ।

বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে এরা খুব ভাল ব্যবহার করে। মেয়েদের মত এদের মধ্যে আবেগ খুব বেশী দেখা যায়। ভালবেসে সুখী হলে এদের মত সুখী খুব কম দেখা যায়, আবার দুঃখ পেলে এরা জীবনে সবচেয়ে দুঃখী হয়। যাদের হাত কোমল তাদের হৃদয় কোমল। মেয়েরা এদের খুব পছন্দ করে। নরম হাতের লোকেরা যদি বিপথগামী হয় তাহলে তাদের ফেরানো অসম্ভব।

এরা অপরের বেশী কথা শুনে ভালবাসে না। এরা জাঁকজমক আড়ম্বরপ্রিয়। নরম হাতের লোকেরা যেমন অহংকারী তেমনি অমায়িক প্রকৃতির হয়। এদের অর্থ সঞ্চয়ের ঝোঁক দেখা যায়।

**শক্ত হাতঃ** শক্ত হাতের লোকেরা প্রকৃতিতেও শক্ত। তাদের মন মোটেই কোমল নয়। এরা ভাবুক হলে যুক্তিবাদী হয়ে থাকে। পরিশ্রমে এদের ক্লান্তি অনুভব হয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা যেমন সামান্য কোন কারণেই আনন্দে আত্মহারা হয় না, তেমনি খুব দুঃখের মধ্যেও এরা সহজে ভেঙ্গে-পড়ে না। নানারকম বাধাবিঘ্ন এলে সব কিছুই এরা কাটিয়ে উঠতে পারে। প্রেম-ভালবাসা এদের মোটেই পছন্দ নয়। কারণ এরা প্রকৃতিতে কঠিন। জীবনে চলার পথে এরা খুবই সাবধানী। এদের মধ্যে ভালবাসার ইচ্ছা থাকলেও নোংরামী করা এদের দ্বারা সম্ভব হয় না। আদর্শবাদী হওয়ার জন্যে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজের স্বার্থের চেয়ে এরা দেশের স্বার্থের কথা বেশী ভাবে। এদের দৃষ্টিভঙ্গী সুদূর-প্রসারী। বিদেশের কথা ভাবতে এরা খুব ভালবাসে। রাষ্ট্র বিপ্লবীদের মধ্যেই এই ধরনের শক্ত হাত বেশী দেখা যায়। বাইরে থেকে এদের খুব নিরীহ প্রকৃতির বলে মনে হলেও এদের মনের মধ্যে কোন রকম একটা অশান্ত ভাব থাকতে পারে। এরা খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির হয়। কিন্তু কোন কারণে কোন সময়ে যদি উত্তেজিত হয়ে উঠে এদের অবস্থা হয় উন্মাদের মত। এরা খুবই শান্তিপ্রিয়। শক্ত হাতের লোকেরা গরম মেজাজ দেখানো যেমন পছন্দ করে না তেমনি অপরের গরম মেজাজ তারা সহ্য করতে পারে না। বিলাসিতা এরা বেশী পছন্দ করে না। তবে এরা ভোজনপ্রিয়। জাঁক-জমক দেখানো বা খুব অহংকার করা এর কোনটাই এরা পছন্দ করে না। সং চরিত্রের হলে এদের স্বভাব হয় খুব একান্ত। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্যের কাছে বেশী ঠকে থাকে। অর্থের দিকে নজর এদের খুব বেশী থাকে না। উপার্জিত অর্থ সঞ্চয়ের চেয়ে এরা খরচ করতেই বেশী ভালবাসে।

## করতলের রং বিচার

মানবের করতলের বর্ণ সাধারণতঃ পাঁচপ্রকার হয়। যথা—

(১) লাল, (২) গোলাপী, (৩) হরিদ্রাভ, (৪) কালো, (৫) নীলাভ।

১। **লালবর্ণ করতলঃ** যাদের করতলের বর্ণ লাল তাদের ফলাফল অনেকটা শুভ জানতে হবে। এই ধরনের হাতের অধিকারী সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রাশিল্পী, হাসি-খুশী, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন হয়। প্রতিটি কাজে এরা দায়িত্ব নিয়ে প্রতিপালন করে। এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী কিন্তু বিলাসী ও কামুক হয়। এদের পুত্র কন্যার সংখ্যাও বেশী হয়, কিন্তু তারা স্বাধীন হয়। নারীর করতলের রং লাল হলে বৈধব্যা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

২। **গোলাপী বর্ণের করতলঃ** এই রকম রংয়ের করতল যাদের তারা খুব ন্যায়নিষ্ঠ, প্রেমিক, যুক্তিবাদী, কল্পনাপ্রবণ, সঙ্গীতপ্রিয়, আনন্দপ্রিয়, সুস্থ শরীর বিশিষ্ট হয়। এরা বেশ জাঁকজমক ও আড়ম্বর ভালবাসে। এদের ভোজনপ্রিয় ও শয্যাবিলাসী বলা যায়। হিসাব-নিকাশের কাজে এরা বেশ দক্ষ হয়, সাহিত্য আলোচনা, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও এদের নিপুণতা দেখা যায়। ভাবপ্রবণতা এদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। সামান্য কথায় এদের অভিমান হয়। এর ফলে এরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩। **হরিদ্রাভ করতলঃ** যদি করতলের বর্ণ জগ্গিস রোগীর ন্যায় খুব হরিদ্রাবর্ণ হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পিতৃঘটিত রোগ আছে বলে জানতে হবে। এদের আকৃতি হয় স্ত্রীলোকের মত। মনে মনে এরা আকাশকুসুম অনেক চিন্তা করে, এরা খুবই চঞ্চল ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন হয়। সব সময় একটা অসংলগ্ন চিন্তা করে। তার ফলে কোন কাজে দৈর্ঘ্য রাখতে পারে না। যুক্তির ধার ধারে না এরা। মনের আবেগবশতঃ কাজ করে বসে। তবে এই সব লোক বেশ চালাক ও অহংকারী হয়। বামেলা ভালবাসে না এবং আমেলা করলে সে স্থান ত্যাগ করে; কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেয়। এদের পিত্তরোগ, শ্লেষ্মারোগ, মাধার যন্ত্রণা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি দোষ থাকে। শেষ জীবনে এরা উন্নতি করতে পারে।

৪। **কালোবর্ণ করতলঃ** যাদের করতলের বর্ণ কালো বর্ণের হয়, তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক, অত্যন্ত ষষ্ঠ, বদরাগী এবং দুঃখিত হয়। এই রকম বর্ণের করতলধারী পুরুষ লুণ্ঠন, প্রতারণা, চুরি, নারীদ্বন্দ্ব প্রভৃতি করে থাকে। এমন কি

এদের পক্ষে নরহত্যা করাও বিচিত্র নয়। এইসব ব্যক্তি সাধারণতঃ মুটে মজুর প্রভৃতি হয়ে থাকে। এই ধরণের নারী ব্যাভিচারিণী হয়ে থাকে। কালো বর্ণের করতলযুক্ত নর-নারীর মধ্যে মনুষ্যবোধের কোন চিহ্ন থাকে না। পুরুষেরা সব সময় নারীসঙ্গ ভালবাসে, আর নারী ভালবাসে পর-পুরুষ সঙ্গ। সমাজের কুগ্রহ স্বরূপ এরা।

৫. নীলাভ করতলঃ যাদের করতলের বর্ণ নীলাভ। তাদের স্নায়বিক রোগ ও মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। এদের মন খুব দুর্বল হয়, সামান্য ব্যাপারেই এরা নিরাশ ও হতাশ হয়। কোনও কাজে এদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, সব সময় যেন একটা ক্লান্তিভাব থাকে এদের মনে। ধর্মভাব এদের মনে খুব কমই থাকে। এরা নেশা করতে ভালবাসে। কামভাব এদের অনেকটা কম দেখা যায়। কোন কাজ করার পূর্বে এরা অন্তত চিন্তা করে। লোকের কথায় এরা বেশী প্রভাবিত হয়, কাজেই যে কোন লোক অল্প সময়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। করতলের বর্ণ যদি বেশী নীল হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দেশ বলে জানতে হবে।

এই নীলাভ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মত হলো- এটি নীরবতা, ধীর স্থির গাঠীর্থের প্রতীক। ইহুদীদের মধ্যে এই বর্ণের করতল বেশী দেখা যায়। আবার এই নীলাভ বর্ণের প্রতীক হলো গ্রহরাজ শনি। সেজন্য ইহুদীরা গ্রহরাজ শনির পূজা করে। তারা মনে করে মরণের আগে ও পরে এই শনিই সমস্ত করেন। অসুস্থ ব্যক্তির করতলের বর্ণ নীলাভ হয়। যদি বেশী নীলাভ মনে হয়, তবে সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে।

### করতল বিচার

হাতের চেটো (করতল) যাদের মেদহীন বা কঙ্কালসার হয় তারা সাধারণতঃ খুবই গরীব হয়। চেটোর মাঝখান যদি নীচু হয় তাহলে খুবই অর্থকষ্ট দেখা দেয়।

হাতের চেটো যদি উঁচু হয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এদের মন হয় উদার। দরিদ্রকে দান ও সাহায্য করতেও এরা পিছুপা হয় না। জীবনে এদের কষ্টভোগ করতে হয় না। সুখে স্বাস্থ্যদেই এদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এরা খুব হিসেবী গণিতজ্ঞ হয়।

হাতের চেটো নীচু হয়ে যদি তা গোলাপী বা গাঢ় লাল রং হয় তাহলে তার জীবনে কোনদিন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। মোটামুটিভাবে জীবিকা নির্বাহ হবে।

হাতের চেটো যদি নীচু না হয়ে গোলাপী ও গাঢ় লাল রং-এর হয় তাহলে সে গৃহ নির্মাণে উদ্যোগী হবে নচেৎ অর্থ সঞ্চয়ও করতে পারে।

হাতের চেটো যদি গোলাপী বা গাঢ় লাল রং-এর হয়ে পীত অর্থাৎ সামান্য হলদে হয় তাহলে অবৈধ প্রণয় নির্দেশ করে।

### মেয়েদের করতল বিচার

মেয়েদের হাতের চেটো যদি নীচু থাকে মত হয় ও যদি ঐ হাতে আবার শিরা দেখা যায়, তাহলে তারা খুব অশান্তি ও দাবিদ্রতার মধ্যে জীবনধারণ করে। মেয়েদের হাতের চেটোর রং যদি কালো হয়, তাহলে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর চৌর্য্যবৃত্তি দেখা যায়। আবার চেটো কালো হয়ে যদি তাদের হাত দুটো খুব লম্বা হয় তাহলে তারা বিধবা হয়।

মেয়েদের হাতের চেটো নরম, উঁচু রেখা ও শিঁদ্র-চিহ্ন না থাকলে তারা খুব সুখী ও সৌভাগ্যশালিনী হয়। তারা গান-বাজনা শুনতে বা করতে খুব ভালবাসে। মেয়েদের চেটো যদি খুব শিরাবহুল হয়, তাহলে তারা যে কোন সময়ই মনের দুঃখে আত্মহত্যা বা অন্য কোনভাবে নিজের জীবনের উপর আঘাত হানতে পারে। মেয়েদের চেটোর উল্টোপিঠে যদি রোম থাকে তাহলে তারা বিধবা ও কান্দুক হয়। চেটোর উল্টোপিঠে যদি শিরা বা রোম না থাকে তাহলে তারা খুব সুখে জীবন-যাপন করে।

### মেয়েদের আঙ্গুল

জী ও পুরুষের আঙ্গুল ও করতলের লক্ষণভেদে ফলাফল একরকম না হয়ে বিভিন্নরকমের হতে পারে। সেই জন্য এই মর্মে নীচের কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

মেয়েদের হাতের আঙ্গুলগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। মোটা, লম্বা, ছোট ও মিশ্র।

মোটা আঙ্গুলঃ যাদের আঙ্গুল মোটা, গোড়া গোলাপ এবং মাথা সরু ও গোলাপী রং-এর হয় তারা ভাগ্যবতী, ভোগবতী ও স্বামী-প্রিয়া হয়। এরা গান-বাজনা, ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসে। হাতের কাজে এরা খুব পটু হয়।

লম্বা আঙ্গুল : যাদের আঙ্গুলগুলি পুরুত্বের মত লম্বা ও মোটা হয় তাদের অমায়িক ব্যবহার হয়। কিন্তু নারীসুলভ লজ্জা থাকে না। এরা খুবই আবেগপ্রবণ। এরা মিষ্টকথা বলে সহজেই সকলের মন জয় করতে পারে। যৌন আকর্ষণী শক্তি এদের অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রেমের ব্যাপারে হঠকারিতার জন্যে পরে এদের অনুশোচনা করতে হয়। দাম্পত্য জীবন এদের মোটামুটি।

ছোট আঙ্গুল : যাদের আঙ্গুল ছোট হয় তারা অল্পায়ু ও কাম-শীতলা হয়। এদের প্রকৃতি সহজে কেউ বুঝে উঠতে পারে না, এদের স্বভাব হয় খুব চাপা। এরা খুব দুঃখ পেলেও এদের মনোভাব কেউ বুঝতে পারে না, এদের স্বভাব হয় খুব চাপা। চাপা স্বভাবের জন্যে স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝে মতবিরোধ হয়। এরা খুব অহঙ্কারী ও অভিমানী। খুব বেঁটে আঙ্গুলগুলি হলে মেয়েদের প্রায়ই সম্ভানাদি কম হয়, সম্ভান হলেও সম্ভানের আয়ু খুবই কম হয়।

মিশ্র আঙ্গুল : আঙ্গুলগুলি যদি মিশ্র অর্থাৎ বাকা, চ্যাপ্টা ও বেঁটে হয় তা মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ। এদের পরের দুয়্যারে দাসীকৃতি এমনকি বিপণ্ডেও অর্থ উপার্জনে জীবন কাটাতে হতে পারে।

## বিভিন্ন শ্রেণীর হাত

বেনহাম হাতের আকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি, তিনি নখ আঙ্গুলের অগ্রভাগ সম্বন্ধেই বিশদ বক্তব্য রেখেছেন। হাতের আকার সম্বন্ধে শকার্ষীগণের মনে সঠিক ধারণার সৃষ্টি করা বিশেষ কঠিন, কারণ পুস্তকের নব্বিত আকারের সঙ্গে হাতের আকারের মিল-খুঁজে পাওয়া মুকিল এবং সেই মিলকে সঠিকভাবে নিরূপণ করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার।

তবু আমি এই অধ্যায়ে প্রধান প্রধান শ্রেণীর হাত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা প্রদান করতে সচেষ্ট হবো।

আমরা পূর্বেই নিম্নলিখিত ধরনের আঙ্গুলের অগ্রভাগ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি।

- (ক) তীক্ষ্ণ (pointed)
- (খ) মোচাকৃতি (conic)
- (গ) চতুষ্কোণ বা চৌকো (square)
- (ঘ) ভোঁতা ছুরির ন্যায় (spatulate)

যদিও উপরোক্ত অগ্রভাগসমূহ সকল আঙ্গুলেই এক শ্রেণীর হয় এবং কোন সংমিশ্রণ না ঘটে তবে তা থেকে আমরা নিম্নলিখিত চারটি প্রধান শ্রেণীর অমিশ্র হাতের কথা জানতে পারি।

১. সাইকিক (মানসিক) হাত (সব আঙ্গুলের অগ্রভাগ যদি তীক্ষ্ণ হয়)

২. শিল্পী হাত (সব আঙ্গুলের অগ্রভাগ যদি মোচাকৃতি হয়)

৩. ব্যবহারিক হাত বা Useful Hand (সব আঙ্গুলের অগ্রভাগ যদি চতুষ্কোণ হয়)

৪. প্রয়োজনীয় হাত বা Necessary Hand (সব আঙ্গুলের অগ্রভাগ যদি ভোঁতা ছুরির ন্যায় হয়)

উপরোক্ত শ্রেণীর হাত ব্যতীতও নিম্নলিখিত শ্রেণীর হাত রয়েছে।

৫. দার্শনিক হাত বা The philosophical Hand: এ ধরনের হাতের আঙ্গুলগুলির গাঢ়সমূহ প্রবর্তিত পরিপাকিত হয় এবং অগ্রভাগ মোচাকৃতি বা চতুষ্কোণ বা ভোঁতা ছুরি (spatulate) হতে পারে।

৬। প্রাথমিক হাত বা The Elementary Hand.

৭। খুনীর হাত বা The Murderer's Hand.

৮। মূর্খের হাত বা The Idiot's Hand.

৯। শিল্পী ভাবযুক্ত প্রাথমিক ধরনের হাত বা The Artistic Elementary Hand.

১০। বিভিন্ন ধরনের মিশ্র হাত বা Mixed Hands.

### সাইকিক (মানসিক) হাত

এ ধরনের হাত দেখতে খুবই সুন্দর। শরীরের তুলনায় সমগ্র হাতটি সরু এবং পাতলা। তালুর আকার মধ্যম, আঙ্গুলগুলি মসৃণ (অর্থাৎ আঙ্গুলের পাঁচটিসমূহ মোটেই প্রবর্তিত নয়) আঙ্গুলসমূহের প্রথম পর্বসমূহ স্বাভাবিকের চেয়েও



সাহাবক (মানসিক) হাত

একটু বেশী লম্বা হবে এবং আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগটি ক্রমে ক্রমে সরু, বৃদ্ধাঙ্গুটি ক্ষুদ্র এবং সুশীল হবে। যখনই এই ধরনের হাতে বৃহদাকারের পরিলক্ষিত এবং পাঁচটিগুলো বিশেষভাবে প্রবর্তিত পরিলক্ষিত হয়—তখন উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বেগ ও সমন্বয় থাকলেও স্বতন্ত্রতাজ্ঞান হ্রাস পেয়ে থাকে।

সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ব্যবহারিক হাতের লোকেরা পরিচালিত, যুক্তির দ্বারা প্রয়োজনীয় হাতের লোকেরা পরিচালিত, শিল্পী সত্তা যেমন কারুশিল্পী বা কারিগরকে (Artisan) পরিচালিত করে, তিক তদ্রূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিকে সাইকিক হাত মননশীলতার ক্ষেত্রে পরিচালিত করে থাকে। সৌন্দর্যবোধ ও ভাবাদর্শের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

এ ধরনের হাতযুক্ত লোকদের এশিয়ার দক্ষিণ অংশে বেশী দেখা যায়—এঁরা ধর্মপরায়ণ, চিন্তাশীল এবং কাব্যভাবাপন্ন (poetic) এঁরা বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন না হলেও স্বপ্নীয় সুদৃঢ়মণ্ডিত, এবং প্রতিভার অধিকারী। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এঁদের প্রয়োজন না হলেও মতবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে এঁদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ তীক্ষ্ণ হওয়ার ফলে এঁরা ভাবাদর্শ বা ভাবাবেগের দ্বারা বিশেষরূপে পরিচালিত। সচরাচর ভাববাদী, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি এবং মহিলাদের হাত এ ধরনের হয়ে থাকে। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও, এ ধরনের হাত বিরল নয়।

### শিল্পী হাত

এ ধরনের হাতের আঙ্গুলগুলো মসৃণ, এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগটি মোচাকৃতি এঁরা শিল্পকলার ক্ষেত্রে, চিত্রাঙ্কনে, ডাক্ষর্যে, উন্নত ধরনের স্থাপত্য ক্ষেত্রে, কাব্য রচনায়, সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে আবেগযুক্ত এবং কার্যিক পরিশ্রম বিমুখ—এঁরা রোমান্টিক ভাবাপন্ন।

যদি এ ধরনের হাত বড় এবং ভারী হয়ে তবে এঁরা কিছু অংশে বাস্তববাদী হয় হাতটি যদি নরম হয় তবে এঁরাও খুব নরম এবং অলস প্রকৃতিযুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের হাত যদি স্থিতিস্থাপক বা কঠিন হয় তবে ভীরা—কৃত্তী শিল্পী এবং কৃত্তী ব্যবসায়ীরূপে সাফল্য অর্জন করেন—তখন আর এঁদের জন্যগত অলস প্রকৃতিযুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায় না। এঁরা চিত্রাঙ্কনে, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, অভিনয়ে জগতে এমন কি ব্যবসায় জগতে বিশেষভাবে ছড়িয়ে রয়েছেন। যদি এ ধরনের হাত ক্ষুদ্র বৃদ্ধাঙ্গু থাকে এবং হাতটি নমনীয় হয়—তবে এঁরা কেবলমাত্র সৌন্দর্যবোধ যুক্ত, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁদের শিল্পী সত্তা তেমনভাবে বিকশিত হয় না। যদি হাতটি চওড়া, ভারী, ক্ষুদ্রাকার হয়, এবং বৃদ্ধাঙ্গুটি বড় (Large) হয় (নেপোলিয়নের হাতটি ছিল তিক এই রকম) তবে উক্ত ব্যক্তি সম্পদ, সুনাম, কৃতিত্ব অর্জনের জন্য অগ্রাহী ও সচেতন হয়ে থাকেন।

কিন্তু হাতটি যদি খুব বড় এবং অতি কঠিন হয়—তবে চরম বিপরীত গুণাবলীর সময়ে বিপজ্জনক অবস্থা সূচিত হয়ে থাকে। মোচাকৃতি হাত যে ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হোক—এঁরা কম-বেশী ভাবাবেগের তেমন ভীত নয়।



শিল্পী হাত

যাদের শিল্পী হাত—এঁরা সচরাচর কায়িকশ্রম বিমুখ এবং ভাবাদর্শ যুক্ত হয়ে থাকেন। এঁদের ভাবাবেগ যত বেশী—শক্তি বা সজীবতা তত বেশী নয়। কিন্তু অন্যবিধভাবে যদি এঁদের মধ্যে শক্তি, সজীবতা ও বাস্তববোধ বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে—তবে এঁরা সহজেই কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকেন।

যদি এ ধরনের হাতটি বড় আকারের হয়, বুচ্চাছুটি দুর্বল হয়, এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগটি মোচাকৃতি হয়—তবে এঁরা কায়িক শ্রম বিমুখ হয়ে ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন, এবং এঁদের মধ্যে আত্মসংযম ক্ষমতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং মনটি দুর্বল হওয়ার ফলে—এঁরা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের দিকে নজর দেন—অবশ্য কিছু আধ্যাত্মিক ভাব এঁদের মধ্যে সব সময়েই বিরাজমান।

কোন সৈন্যাধ্যক্ষের হাতটি যদি শিল্পী হাত হয়—তিনি ভাবাবেগের দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত হয়ে থাকেন। মেয়েদের হাতও অনেকাংশে শিল্পী হাতের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে থাকে।

## ব্যবহারিক হাত

এ ধরনের হাত মধ্যম আকারযুক্ত, অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় হাতের চেয়ে বড়, আঙ্গুলসমূহের পাঁচিসমূহ মাঝে মাঝে প্রবর্ধিত দৃষ্ট হয়, আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগসমূহ চতুষ্কোণ। নখটির উপর-নীচ, পাশাপাশি—সমান্তরাল এবং বুচ্চাছুটি বড় এবং পরিপুষ্ট, এবং হাতটি তেমন কঠিন নয়। অধ্যবসায়, বাস্তববোধ, নিয়মনিষ্ঠা সুশৃঙ্খল আচরণ, প্রণয় সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে সঙ্গত এবং যথার্থ আচরণ—এ ধরনের হাতের বৈশিষ্ট্য। এঁরা সামঞ্জস্যবোধ যুক্ত, নিয়মনিষ্ঠ এবং সু-শৃঙ্খল। বলা বাস্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে এঁরা নিয়মনিষ্ঠ সু-শৃঙ্খল।



ব্যবহারিক হাত

এঁরা সাইকিক হাত বা মোচাকৃতি হাতের লোকদের মত কেবলমাত্র ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত নন—এঁরা বাস্তববোধ সম্পন্ন মাটির কাছাকাছি মানুষ, এঁরা যুক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং সেই যুক্তি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দ্বারা যাচাই করে নেওয়া। এঁরা জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ—স্বর্ণকে খালি চোখে যতটা দেখা যায়, এঁরা ততটুকুই দেখেন—স্বপ্নীয় বা অবাস্তব ব্যাপারে এঁদের আগ্রহ কম। এঁরা বাস্তব জগতের গভীর মধ্যে আবদ্ধ নিয়মনিষ্ঠ এবং

শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। এঁরা পাংচুয়ালও বটে। এঁরা ভাবালুতা বা ভাবাদর্শকে পরিহার করে চলেন, এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, বিশ্লেষণ, নাট্যধর্মী কাব্য, ন্যায়শাস্ত্র, অস্ত-শাস্ত্র সম্বন্ধে এঁদের আগ্রহ ব্যাপক। যা জাগতিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বিশেষরূপে সম্পর্কিত, প্রামাণ্য, এবং সুশৃঙ্খল-এঁদের কাছে সেই ধরনের জ্ঞানের আবেদন ব্যাপক। সামাজিক দিক থেকে এঁরা নিরাপত্তা এবং যথার্থতা, এবং যা কিছু সম্ভব- সে সকল কিছুর ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন এবং ভাবালুতা বর্জিত প্রত্যেক জ্ঞানকেই এঁরা স্বীকার করেন, যা অজানা এবং রহস্যজনক-সে সম্বন্ধে এঁরা সংশয় এবং সন্দেহ পোষণ করে থাকেন।

সামাজিক আচার-আচরণের দিক থেকে এঁরা মধ্যপন্থী-চরম উগ্র নন, আবার একেবারে শিথিল নন।

এ ধরনের হাত যাদের তাঁরা বিশৃঙ্খলাকে একদম সহ্য করতে পারেন না। সচরাচর এ ধরনের হাত যাদের তাঁদের আঙ্গুলগুলোর গাঁট প্রবর্তিত হয়ে থাকে, যদি আঙ্গুলের প্রথম গাঁটগুলো প্রবর্তিত না হয়, দ্বিতীয় গাঁটসমূহ সচরাচর প্রবর্তিত অবস্থায় দেখা যায় এবং দ্বিতীয় গাঁটটি প্রবর্তিত হলে চতুর্দশের হাতের তগাবলীর বৃদ্ধি ঘটে।

### প্রয়োজনীয় হাত

এ ধরনের হাতের আঙ্গুলগুলোর প্রথম পর্বটি তৌতা ছুরির (spatulate) ন্যায় হয়ে থাকে, এবং বুদ্ধাঙ্গুটি বড় হয়। এ ধরনের হাত সচরাচর হ্রিতি-স্থাপকতা (elastic) যুক্ত বা শক্তি (hard) হয়ে থাকে।

এ ধরনের হাতযুক্ত লোকেরা বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয়। শিল্প বা কার্যের দিকে এঁদের আগ্রহ খুব কম। বাস্তবে কত লাভ হবে-এঁরা তা জানতে উৎসুক। কার্যিক পরিশ্রম করতেও এঁদের দ্বিধা নেই। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিস না পাওয়া গেলেই এঁরা অসুখী বোধ করেন, ভাবালুতা এঁদের কাছে বিরক্তজনক। মৈত্রিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যই এঁরা বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী। এ ধরনের লোকেরা খোর বাস্তববাদী হয়ে থাকেন। এঁদের আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং এঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও ব্যাপক।

যদি এ ধরনের হাতের আঙ্গুলগুলো মসৃণ হয়- তবে এঁরা শিল্পী না হয়ে

আরামপ্রদ ভোগ জীবনের প্রতি বিশেষ আগ্রহী হবেন। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রভূত কৃতিত্ব অর্জন করবেন।

যাঁদের হাতটি প্রয়োজনীয় শ্রেণীর-তারা সর্বদা সক্রিয় এবং শ্রমসহিষ্ণু-উপনিবেশ পল্লনে, দেশ গড়ার কাজে এঁদের ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।



প্রয়োজনীয় হাত

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য কর্মে, রণকৌশলে, অবরোধের ক্ষেত্রে- সৈন্যবাহিনীর বা নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ হিসাবে এ ধরনের হাতযুক্ত লোকেরা অত্যন্ত পারদর্শী। এঁরা গৌরব বা সুনাম অর্জনের চেয়ে কর্মের সাফল্যকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এঁদের অধীন ব্যক্তিগণ সুখী হয়-ব্যয়ণ সুখান্দা ও ভাল বাসস্থান ইত্যাদির দিকে কর্তা ব্যক্তিটির নজর প্রথর।

এ ধরনের হাতযুক্ত লোকেরা সচরাচর পৈতৃক গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন।

কিন্তু এ ধরনের হাত যদি বড়, flat এবং নরম হয় (যা অস্বাভাবিক)- এঁরা নিজেরা বেশী কাজ করেন না, অপরকে প্রচুর খাটিয়ে নেন। এঁরা নিজেরা পরিত্রমণ করেন না; কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।



## দার্শনিক হাত

এ ধরনের হাতের তালু সচরাচর লম্বা ও পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের হাতে হাড়ের অস্তিত্ব বিশেষভাবেই টের পাওয়া যায়, অর্থাৎ হাতটি হাড় সর্বস্ব বা bony। আঙ্গুলসমূহের উভয় ধরনের গাঁট (প্রথম ও দ্বিতীয়) বেশ প্রবর্ধিত পরিলক্ষিত হয়, অগ্রভাগটি অর্ধেক চতুর্কোণ- অর্ধেক মোচাকৃতি, বৃদ্ধাস্থুষ্ঠটি বড় অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা যেমন প্রবল, যুক্তি বিচারবোধও তদ্রূপ প্রবল। বৃদ্ধাস্থুষ্ঠের দুটি পর্বই প্রায় সমান ও সমদৈর্ঘ্যযুক্ত হওয়ার ফলে হাতটিকে দার্শনিক হাত আখ্যা দেওয়া হয়।



দার্শনিক হাত

যাঁদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ spatulate তাঁরা বাস্তব জগতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর যাঁদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ মোচাকৃতি-তাঁরা পৌন্দর্যবোধযুক্ত, আর যাঁদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ চতুর্কোণ- তাঁরা সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু দার্শনিক হাতের আঙ্গুলসমূহে গাঁট থাকার ফলে সূক্ষ্ম বিচারবোধযুক্ত- চিন্তা ও কর্মের সমন্বয়ে এঁরা সঠিক পথ ধরে অগ্রসর হতে পারেন এবং এঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়ে থাকে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগটি অর্ধেক মোচাকৃতি (quasiconical) হওয়ার জন্য তাঁরা অংশত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে

থাকেন- যে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ব্যবহারিক ও প্রয়োজনীয় হাতে নেই। এঁরা তাই জাগতিক ও পরজগতের মধ্যে তত্ত্ব সমন্বয় সাধনে সমর্থ হয়ে থাকেন ব্যবহারিক হাতের লোকদের মতো এঁরা নিয়মনিষ্ঠ এবং সু-শৃঙ্খল না হলেও-এঁরা যুক্তিবাদী এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করে থাকেন এবং এঁরা ব্যবহারিক হাতযুক্ত লোকদের মতো নিয়মনিষ্ঠা, পদ্ধতি বা জাগতিক বিশেষ কোন সীমা দ্বারা আবদ্ধ নন, তাই এঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সমর্থ। এ ধরনের হাতযুক্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন হলেও ব্যবহারিক জগতে কৃতিত্ব অর্জন করে থাকে। নতুবা তাঁদের অধ্যবসায়, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রভূত কার্যিক মানসিক শ্রম-অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক বা প্রয়োজনীয় হাতযুক্ত দার্শনিকগণ বাস্তবজীবনের সমস্যা নিয়েই বিশেষভাবে গবেষণা করে থাকেন।

সাইকিক ও শিল্পী হাতযুক্ত দার্শনিকগণ রহস্যজনক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করে থাকেন। যাঁদের অর্ধেক ব্যবহারিক, অর্ধেক শিল্পী-তাঁরা উভয় জগতের রহস্য উন্মোচনে সক্ষম।

এ ধরনের ব্যক্তিদের বৃদ্ধাস্থুষ্ঠটি যদি ছোট হয়, তবে তাঁরা বিশেষভাবে হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হন অর্থাৎ তখন দার্শনিক চিন্তা ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে পড়ে; এবং যাঁদের বৃদ্ধাস্থুষ্ঠটি বড়, তাঁরা মস্তিষ্ক দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত অর্থাৎ তাঁদের দার্শনিক চিন্তা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা পরিচালিত-ভাবাবেগের কোন স্থান নেই।

## প্রাথমিক হাত

সেই ধরনের হাতই হচ্ছে- প্রাথমিক ধরনের হাত, যে হাতটি বেশ দৃঢ় বা কঠিন, আঙ্গুলগুলো বেশ ভারী, বৃদ্ধাস্থুষ্ঠটি বিসদৃশ এবং হাতের তুলনায় ছোট এবং পেছনের দিকে একটু নোয়ানো এবং অগ্রভাগটি গদ্যাকৃতি এবং হাতের তালুর চামড়া অত্যন্ত পুরু এবং শক্ত, অন্যান্য আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ পোলাকৃতি এবং বিসদৃশ- অনেকটা চতুর্কোণ অগ্রভাগের মতো।

এ ধরনের হাত যাঁদের-তাঁরা সচরাচর কার্যিক পরিশ্রম করে থাকেন, অর্থাৎ তাঁরা চাষী, শ্রমিক বা খেটে-খাওয়া মানুষ। এঁরা সৈনিকও হতে পারেন অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই, বুদ্ধি বা মননশীলতার প্রয়োজন নেই- এঁরা



প্রাথমিক হাত

সে সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ। এরা অনেকটা যন্ত্রচালিত মানুষ যেন, এদের ভাবাবেগ ভারী এবং স্থিতি, কল্পনার স্থান এদের মধ্যে নেই, জীবন-যাপনের জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজন-তার জন্যেই এরা অগ্রহী। বর্তমান নিয়েই এরা ব্যস্ত, আপাতঃ সুখেই এরা সুখী- ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এরা মোটেই চিন্তাগ্রস্ত নন। এরা নিষ্ক্রিয় নন-এদের মধ্যে মানসিক শক্তির (moral strength) যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

### খুনীর হাত

এ ধরনের হাত যেমন মোটা, তেমন ভারী। নখ ও তালুর রং রক্তাক্ত (raddish) এবং হাতের তালুটি অন্যান্য ধরনের তালু অপেক্ষা কিছু চওড়া, আঙ্গুলগুলো ছোট বিসদৃশ এবং শক্ত। সচরাচর আঙ্গুলগুলো crooked হয়ে থাকে, এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ ভোঁতা ছুরির ন্যায় (spatulate) হয় এবং আঙ্গুলসমূহের গাটগুলো এ ধরনের হাতে কখনই প্রবর্ধিত পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ আঙ্গুলগুলো knotty নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গাটের জায়গাটা ফুলো ফুলো মনে হতে পারে। বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগটি পদাকৃতি (clubbed) হয়ে থাকে। আঙ্গুলসমূহের প্রথম পর্বদিকে ও দ্বিতীয় পর্বদি-তৃতীয়

পর্বদি অপেক্ষা সরু ও পাতলা হয়। অর্থাৎ তৃতীয় পর্বদিসমূহ অপেক্ষাকৃত ভারী ও পুষ্ট পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ ধরনের হাত অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই বেশীর ভাগ পরিলক্ষিত হয়- শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে এ ধরনের হাত বিরল। এরা সহন্য নন এবং নৃশংস মনোভাব



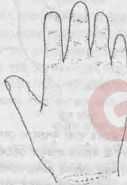
খুনীর হাত

সম্পন্ন। পদাকৃতি বৃদ্ধাঙ্গুলই তাঁদের মধ্যে নৃশংস ও বেপরোয়াভাবে আরও বিশেষভাবে জাগিয়ে তোলে। এ ধরনের হাতযুক্ত লোকেরা কসাইয়ের কাজে অভ্যস্ত, এবং এদের মধ্যে অন্য থেকেই অপরাধপ্রবণতা বিদ্যমান, এবং কু-পরিবেশের ফলে সেই অপরাধ প্রবণতা প্রবর্ধিত হয়ে-এদের নৃশংস করে তোলে-এরা তখন দ্বিধাহীন চিন্তে বা মদমত্ত অবস্থায় মানুষ খুন করে থাকে। পদাকৃতি বৃদ্ধাঙ্গুল এবং এ ধরনের হাতযুক্ত লোকেরা যদি উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে হতভাগ্য হয় বা কোন কারণে বিধেয়ভাবাপন্ন হয়-তখনই এদের মধ্যে নৃশংসভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, একটা খুন করার পর আরো খুন করার জন্য এরা তৎপর হন, রক্ত পিপাসা মাঝে মাঝে এদের মধ্যে অস্বাভাবিক রূপে জেগে ওঠে। সৈনিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মানুষ খুন করে, প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের

মধ্যেও বিধাগত ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু খুনের পর খুন করার ফলে-তাদের মনের মধ্যে নেশার মতো খুনের নেশা জেগে ওঠে। খুনী হাত যাদের তাঁরা জনাগত কারণেই-খুনের নেশাগত বা নৃশংস, কিন্তু উত্তম পরিবেশে তাদের এই খুনের নেশা সুপ্ত অবস্থায় থাকে (অর্থাৎ মৃত আগ্নেয়গিরির মতো শান্তভাবে)-তখন তাঁদের খুনী-প্রকৃতি সঙ্কটে-বাইরে থেকে আঁচ করা যায় না। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে (অর্থাৎ সামান্য কারণে) এরা নৃশংস হয়ে উঠতে পারেন।

### মুর্খের হাত

যাঁরা জনাগত কারণে মুর্খ- তাঁদের মস্তিষ্ক অর্ধবিকশিত। তাঁদের হাতটি প্রথম দর্শনেই আপনার বিসদৃশ লাগবে (Justly called 'crippled hand')। হাতের তালু ভারী, কিন্তু নরম এবং আঙুলের অংশের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা হাতের তালু বিশেষভাবে দীর্ঘ এবং সরু ধরনের (অর্থাৎ চওড়া নয় তেমন)। বৃদ্ধাস্থিটি অতি



মুর্খের হাত

উচ্চ সংস্থাপিত (high-set), এবং খুব ছোট ও বিসদৃশ (ill-shaped) অন্যান্য আঙুলগুলো একেবারেই ছোট অর্থাৎ স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যমুক্ত আঙুলের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য লম্বা। আঙুলের পর্বাদি (twisted) এবং আঙুলের অগ্রভাগসমূহ বিসদৃশ প্রকৃতির (shapeless)। যে ক্ষেত্রে আঙুলের অগ্রভাগসমূহ অনেকাংশে spatulate (সঠিক spatulate) হয়, এ ধরনের লোকেরা সেক্ষেত্রে হিংস্রমনা

ভাবযুক্ত বা কড়া মেজাজযুক্ত স্বল্পবুদ্ধিযুক্ত (half-witted) হয়ে থাকে।

যাঁরা জন্ম থেকে উন্মাদ নন, উন্মাদ হওয়ার পরে তাঁদের হাতের ধরনেও এই ধরনের অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়ে থাকে, কারণ তাঁদের মস্তিষ্কে একটা কালো ছায়া ঢেকে ফেলে।

### শিল্পীভাবযুক্ত প্রাথমিক ধরনের হাত

প্রাথমিক (elementary) ধরনের হাত থেকে এ ধরনের হাত কিছু উন্নত ধরনের। প্রতিভাবান বা genius-দের হাত অনেকাংশে এ ধরনের হয়ে থাকে-সমাজের নিম্নস্তর থেকেই বিশেষ প্রতিভা বা শক্তির জোরে এরা উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে থাকে। মহান কবি, ব্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, ভাস্কর, বক্তা ও সৈন্যাদ্যক্ষপদে এরা এক অজানা যাদুমন্ত্রবলে উন্নীত হয়ে থাকে। অথচ উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে elementary (হাতের ধরনের কিছু না বৈশিষ্ট্য) পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় প্রাথমিক ধরনের অমার্জিত বোধ বা শালীনতা সূচিত হয় বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যবহারের বদল হয় না এবং হাত দেখেই বোঝা যায়-চাষী, মজুর এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতের সঙ্গে এ ধরনের হাতের নানা জায়গায় মিল রয়েছে। অর্থাৎ তাদের পিতা বা পিতামহের হাতের সঙ্গে বেশ কিছু মিল অবশ্যই থেকে যায়। সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার পরেও হাতের ধরনটা অনেকটা Elementary ধরনেরই রয়ে যায়; অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ ধরনের হাতের তালু চওড়া, ভারী এবং চতুষ্প্রমুখ হয়ে থাকে, কঠিন না হলেও এ ধরনের হাতকে অবশ্যই দৃঢ় (stiff) বলা যায়। আঙুলসমূহের তৃতীয় পর্বাদি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বাসমূহ অপেক্ষা এই ধরনের হাতে বেশী পরিপুষ্ট পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু অগ্রভাগসমূহ সচরাচর মোচাকৃতি (conical) হয়ে থাকে। আঙুলসমূহে গাট থাকে না। অন্যান্য আঙুল অপেক্ষা বৃদ্ধাস্থিটি উত্তম-প্রথম পর্বটি পেছনের দিকে নোয়ানো এবং বৃদ্ধাস্থিটির দ্বিতীয় পর্বটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

হাতটি প্রায় প্রাথমিক ধরনেরই-গুণ পার্থক্য এই যে, আঙুলের অগ্রভাগসমূহ মোচাকৃতি (conic)। আঙুলের অগ্রভাগ সমূহ মোচাকৃতি হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে ভারাদর্শ, প্রেরণা, স্বতস্কৃত জ্ঞান ও শিল্পীসত্তার সংযোজন ঘটে থাকে এবং বৃদ্ধাস্থিটির প্রথম পর্বটি বড় হওয়ার জন্য ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে দৃঢ়তার সংযোজন ঘটে থাকে।

## বিভিন্ন ধরনের মিশ্র হাত

যে হাতে চারটি আঙুলের অগ্রভাগ এক শ্রেণীর নয় (অর্থাৎ একটি বা দুটি আঙুলের অগ্রভাগ মোচাকৃতি (conic), অপরাপর আঙুলের অগ্রভাগসমূহ চতুর্কোণ বা তীক্ষ্ণ, ততো ছুরির ন্যায়। অথবা একটি বা দুটি আঙুলের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ অপরাপর আঙুলের অগ্রভাগসমূহ চতুর্কোণ বা ততো ছুরির ন্যায়—এই ধরনের হাতকে আমরা মিশ্র হাত আখ্যা দিয়ে থাকি। মিশ্র ধরনের হাতেই বিভিন্ন



মিশ্র হাত

বিপরীতধর্মী গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে, বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পকলার, ভাবাদর্শের সঙ্গে বাস্তববোধের। এ ধরনের মিশ্র হাতে সচরাচর বৃহস্পতি ও বুধের আঙুলটি তীক্ষ্ণ বা মোচাকৃতি হয়ে থাকে—শনির এবং রবির আঙুল অন্যরূপ অগ্রভাগযুক্ত হয়ে থাকে। আমরা সকলেই জানি vital বা electric fluid তীক্ষ্ণ বা মোচাকৃতি অগ্রভাগযুক্ত অগ্রভাগের মধ্যে দিয়েই সহজে প্রবেশ করতে পারে।

অবশ্য বিভিন্ন আঙুলের অগ্রভাগের হেরফের—মানান ধরনের হাতে পারে। সব ধরনের হেরফের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া বেশ মুক্তিলের ব্যাপার—তবু আমি নিচে বিভিন্ন ধরনের মিশ্রহাত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছি।

(ক) বৃহস্পতি ও বুধের আঙুলের অগ্রভাগ যেকোনো মোচাকৃতি (conic) এবং শনির রবির আঙুল ততোছুরির ন্যায় অর্থাৎ spatulate।

যদি হাতটি অন্যবিধভাবে উত্তম শ্রেণীর প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী পরিলক্ষিত হবে—(১) ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন, (২) দূরদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করবেন, (৩) বিরামহীনভাবে কাজ করতে সমর্থ হবেন, (৪) চিত্রকর হবে অথবা ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে লিখবেন এবং লেখক হবেন।

মন্দ ধরনের হাতে—(১) দম্পূর্ণ (বড়াই) কথা বলবে, (২) অমিতব্যয়ী হবে, (৩) ধর্মভাব থাকবে না, (৪) শিল্প-সৃষ্টি বাস্তব-বোধ যুক্ত হবে।

(খ) বৃহস্পতি ও বুধের আঙুলের অগ্রভাগ যেকোনো মোচাকৃতি (conic) শনির ও রবির আঙুলের অগ্রভাগ যেকোনো চতুর্কোণ।

উত্তম ধরনের হাতে—(১) গল্প-কাহিনী (fiction) পড়তে ভালবাসবে, (২) বিজ্ঞান বিষয়ে এবং আবিষ্কার বিষয়ে আগ্রহ ও প্রবণতা থাকবে, (৩) কৃষিকর্মে জ্ঞান এবং আগ্রহ থাকবে, (৪) চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে আগ্রহ থাকবে।

মন্দ ধরনের হাতে—(১) বৃথা অহঙ্কার, (২) ব্যবসায়িক অসাধুতা, (৩) ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এবং (৪) আর্থিক লোভের দ্বারা তার শিল্পীসত্তা পরিচালিত হবে।

(গ) বৃহস্পতি ও বুধের আঙুলের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, এবং শনির ও রবির আঙুলের অগ্রভাগ যেকোনো ততো ছুরির ন্যায়।

উত্তম ধরনের হাতে—(১) অত্যন্ত উচ্চাশা, (২) বিজ্ঞান বিষয়ে প্রয়োজন-ভিত্তিক আগ্রহ, (৩) ধর্মীয় সুস্থ চিন্তা, (৪) শিল্পকলা সম্বন্ধে মহত্তর ভাবাদর্শ।

মন্দ ধরনের হাতে—(১) বৃথা দম্ব, (২) অসাধু পরিকল্পনা, (৩) কুসংস্কার এবং (৪) শিল্পীসত্তার অপব্যবহার।

(ঘ) বৃহস্পতি ও বুধের আঙুলের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, শনির ও রবির আঙুলের অগ্রভাগ যেকোনো চতুর্কোণ।

উত্তম ধরনের হাতে—(১) অত্যন্ত উচ্চাশা, (২) উচ্চাঙ্গের ব্যাপিতা শক্তি, (৩) জ্ঞান এবং (৪) শিল্প-প্রচেষ্টায় সততা।

মন্দ ধরনের হাতে—(১) বৃথা অহঙ্কার, (২) কুট-কৌশলী, (৩) মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা অবিশ্বাস এবং (৪) শিল্পীসত্তাকে কু-কর্মে নিয়োগ।

নখ চওড়া হলে জাতক বা জাতিকা সু-বাস্তবের অধিকারী হয়। আবার নখ যদি ছোট হয়, তাহলে এদের মধ্যে সততা ও সরলতা হয়, যার জন্যে এরা নিজেদের গুণে সকলে মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

যাদের বৃহস্পতির ক্ষেত্র উঁচু প্রশস্ত সাধারণতঃ তাদের দেহ রোমশ এবং ঐ রোম যদি বেশ ঘন না হয়, তাহলে তাদের যৌন-চেতনা কম থাকে। কিন্তু রোম খুব কাল ঘন হলে যৌনাকাঙ্ক্ষা, দৈহিক শক্তি ও সাহস খুব বেশী দেখা যায়। আগেই বলেছি যে—এরা চিন্তাশীল। এইজন্যে ইতিহাস বা সাহিত্যে সমালোচনা এদের ভালো লাগে। ইতিহাসে এদের মেধা থাকলেও শিল্পে বা বিজ্ঞানে যে কোন শাখায় এরা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে।

২। শনিঃ শনি গ্রহের কারকতা হচ্ছে নৈরাশ্য, স্থিরতা, শুষ্ক বিজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া, এরা সব সময়ে একা থাকতে ভালবাসে। এই ক্ষেত্র করতলে উঁচু থাকলে জাতক ভাগ্যবান, জ্ঞানী ও ধনী হয়। যাদের করতলে শনির ক্ষেত্র ঐরূপ না হয় তারা হাঙ্কাভাবে কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা বলে থাকে এবং তারা কোন কিছুকে গভীর ভাবে বুঝতে চেষ্টা করে না। কারণ শুষ্ক বোধ তাদের খুব কম। কিন্তু এরা খুব সন্দেহমণা হয়। অপরের সামান্য সন্দেহ-মতায় এরা বিগলিত হয়ে পড়ে।

শনির ক্ষেত্র উঁচু হলে সাধারণতঃ ধর্মপ্রাণ যুক্ত হয় ও তারা নানাপ্রকার রহস্যময় ভৌতিক বা অধিভৌতিক তত্ত্ব-মন্ত্র ইত্যাদির সাধনা করে। দার্শনিকতা এদের মধ্যে কম-বেশি থাকবেই। এরা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, এদের দায়িত্ব ও নীতিবোধ এত বেশী যে, এরা অনেক সময় ন্যায় বিচার করতে গিয়ে বিশিষ্ট আত্মীয় পরিজনদেরও পরিভ্যাগ করে। এদের মধ্যে সন্দেহ ও অভিমান খুব বেশী দেখা যায়। কোন কিছুর মন দিকটাই এদের আগে চোখে পড়ে। এইজন্যে এরা খুব সাবধানী হয়। জাতকের করতলে শনির ক্ষেত্র যদি উঁচু থাকে, সে যদি কারো সঙ্গে শত্রুতা করে তার ফল হবে ভয়াবহ।

এরা একটু কঠিন প্রকৃতির এবং কামশীতল। এরা মিতব্যয়ী ও অর্থসঞ্চয়ী হয়। এরা ভাল হাস্যায়মিত্ত, ধাতুবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষি-বৈজ্ঞানিক হতে পারে। এদের মধ্যে দাঁতের, পায়ের, পেটের ও চোখের যে কোন রোগ থাকতে পারে। কিন্তু রোগ-ব্যস্তায় এরা সহজে কাতর হয় না। এদের সহ্য-গুণ খুব বেশী।

৩। রবিঃ করতলের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এই ক্ষেত্র সমান বা উঁচু হলে জাতক বা জাতিকা অনেক সঙ্গে ভালভাবে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারবে।

এবং আত্মীয়-পরিজনদেরও এদের খুব প্রশংসা করবে। সমাজে এদের কখনও অপদস্থ হতে হবে না। এই ক্ষেত্রে যত উঁচু ও প্রশস্ত থাকবে জাতক ততই ব্যক্তি, প্রতিপত্তি, প্রতিভা ও সাফল্য লাভ করতে পারবে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য শিল্পীজ্ঞানোচিত প্রতিভা থাকবেই। এরা জীবনে যশস্বী নেতা ও লেখক হতে পারে। সহজেই অপরকে আপন করে নিতে পারে। কিন্তু তা হলেও এরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব কোনদিন হারায় না। খুব সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশলে সকলের থেকে এদের স্বতন্ত্র মনে হবে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে ভোজন করতে বা তাদের নিয়ে আনন্দ করতে এরা খুব ভালবাসে। এরা যেমন ভালভাবে সমাজে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে অন্য কোন শ্রেণীর জাতক বা জাতিকা তা পারে না। এই ক্ষেত্র উঁচু থাকা বিশেষ ভাগ্যের পরিচায়ক। এদের মনের উদারতা, স্নেহপ্রবণতা মমতার জন্যে এদেরকে 'সমাজের হৃদয়' বলা যায়। এরা চল-চাতুরী, মিথ্যা কথা বা ভণ্ডামীর সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু এরা কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্বলতার জন্যে প্রভাবিত হয়। এরা অন্যকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু নিজেরা নিজেদের পথ দেখতে না পেলে আত্মহত্যাও করতে পারে। বেশী গর্ববোধ ও নিজেকে একজন বড় মনে করাই হচ্ছে এদের চরিত্রের একটা বিশেষ দিক। অপরের কাছে অপমানিত হবার ভয়ে এরা মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। কিন্তু এদের মধ্যে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক কুটনীতি থাকে না। এদের ভাগ্য খুব ভাল থাকায় এরা যে কোন কর্মে উচ্চ পদ পেয়ে থাকে। বিবাহিত জীবনে এরা বিশেষ সুখী হয়। এরা আড়ম্বরপ্রিয় ও উপার্জনক্ষম হয়। এই ক্ষেত্র যদি করতলে বেশী উঁচু হয় তাহলে জাতক চোখ, কান, নিঙ্গ, পাকস্থলীর ও রক্তপ্রবাহজনিত কোন না কোন রোগে কষ্ট পেতে পারে।

৪। বুধঃ করতলে বুধের ক্ষেত্র যদি উঁচু হয় তাহলে জাতক ভাল বক্তা হতে পারে। বুদ্ধিতে কেউ তাদের পরাস্ত করতে পারে না। এরা দ্রুত চিন্তা করে। কিন্তু দ্রুত হলেও এদের চিন্তা নির্ভুল। তাই এরা ভাল ব্যবসায়ী হতে পারবে। কিন্তু দ্রুত হলেও এদের চিন্তা নির্ভুল। তাই এরা ভাল ব্যবসায়ী হতে পারবে। লেখাপড়া করলে বাগিচা ও বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা থাকবে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্র অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা নীচু হলে বুদ্ধি সাহসিকতার অভাব হবে। গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না এবং সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে যায়।

বুধের ক্ষেত্র করতলে উঁচু থাকলে এদের চরিত্র সহজে বোকা যায় না। একসঙ্গে চোখ লাল করা ও হাসা, কাউকে ভালবাসা ও ঘৃণা করা, কারার কোন

দোষ ধরা বা প্রশংসা করা, খুব কুটিল হয়ে ও বালকের মত সরলভাবে দেখানো, বাস্তববাদী হওয়াও নানা রঙীন কল্পনা করা একমাত্র এদের পক্ষেই সম্ভব। খেলাধুলা ও বৃত্তিতে এদের দক্ষতা থাকে। এরা খুব বুদ্ধিমান সেকারণে সহজেই এরা নিজের অপরের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়। শিশু-সুলভ অনুসন্ধিৎসা থাকায় এরা অল্প বয়সেই নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পরিবর্তনশ্রিয় হয় বলে, বৈবাহিক-জীবনে এরা খুব বেশি সুখী হয় না। একটা খেলায় নিটে গেলে অপর খেলার পিছনে এরা ছুটে বেড়ায়। কোন কিছু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কিছু এরা আবিষ্কারও করে ফেলাতে পারে। অতিনয়ে এরা-খুব উন্মত্ত করে। এদের ভাবুক মনের জন্যে এরা কিছুতেই সুখী হতে পারে না, একটা কিছুর অভাব যেন লেগেই থাকে।

রসবোধ থাকা সমাজে এরা সবার প্রিয় হয়। বেশী শিক্ষিত হতে না পারলেও শিষ্টাচারী। ওপর থেকে এদের ভেতরের অবস্থা বোঝা যায় না। বুদ্ধির জোরে এরা জীবনে ঠকে না। এদের মধ্যে মাথা ধরা, রক্তচাপ, আমাশা ও সর্দি-কাশি হবার খুব সম্ভাবনা থাকে।

৫। মঙ্গলঃ করতলে এই ক্ষেত্র উঁচু থাকলে তারা ছোট বেলী থেকেই খুব সাহসিকতাপূর্ণ হয়। কারোর কোন আদেশ-উপদেশ এরা কখনও মনতে ভালবাসে না। এদের স্বভাব একটুয়ে হয়। যুদ্ধের কথা মনতে এরা খুব ভালবাসে। বড় হয়ে যুদ্ধে যাবার স্বপ্নও দেখে। এরা কখনো কারোও বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না, সর্বত্রই প্রহুত্ব করতে চায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা অহঙ্কারী হয়। তাদের কথার বা কাজের কোন সমালোচনা এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মিষ্টি কথা বলেই এদের মত ফেরানো যায়। এরা কোন কোন সময় অহেতুক রেগে যায় ও পরে রাগ খেমে গেলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে। এদের বেশী নিদ্ৰা যাওয়া উচিত। তা না হলে মাথায যজ্ঞা হতে পারে। এরা কুটনীতি বোঝে না। মন এদের উদার হলেও আবেগ বেশী বলে দুর্কার্য করা এদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এদের রক্ষা স্বভাবের জন্যে বিবাহিত জীবনে সুখী হয় না। বেশী বয়সে যখন এদের শক্তি কমে আসে তখন এরা মাথা, চোখ ও জননাঙ্গের যে-কোন রোগে ভুগতে পারে। চোটা থাকলে এরা ভু-স্বামীও হতে পারে।

এই জাতকেরা মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হতে পারে। বিবাহ হলে প্রথমা  
স্ত্রী এদের মৃত্যুর আগেই মারা যায়। এদের সন্তান প্রায়ই অসুস্থ হয় এবং  
সন্তানের সঙ্গে মতবিরোধ হবার সম্ভাবনা আছে।

৬। চন্দ্র : করতলে এই ক্ষেত্র উচু থাকলে তারা কল্পনাপ্রিয়া, লেখক, কাব্য-প্রেমিক, আদর্শবাদী ও সম্রণকারী হয়। এরা যে অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে 'তিলকে তাল' করার মত অতিরঞ্জিত করার যৌক থাকে। মেয়েরা এদের খুব ভালবাসে। এরা খুব রূপবতী স্ত্রী লাভ করে। এরা সৌন্দর্যের উপাসক। বেশী হৈ-হুতা এরা পছন্দ করে না। এরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও পরিবর্তনশীল।

তাপ্রবণ ও পরিবর্তনশীল।  
পোশাক-পরিচ্ছদে এরা বিলাসী। সাদা রঙ এরা ভালবাসে। এরা জীবনকে উপভোগ করতে চায়। তাগ ও বৈরাগ্যের কথা এরা শুনতে পারে না। তাই এরা অনিন্দ ও ভোগবিলাসের মধ্যে দিয়েই জীবন কাটাতে চায়। এদের চরিত্রের যথেষ্ট মৌলিকতা থাকে। কোন কিছু একটা বাজারে নতুন চালু করে হঠাৎ মোটা টাকা লাভ করতে পারে। কেননা এরা কল্পনাশ্রিয় হলেও বাস্তববাদী। বুদ্ধি এদের জন্মগত। আমদানী রপ্তানী ব্যবসাও এদের শক্ষে লাভজনক। বিশেষতঃ তরল পদার্থের ব্যবসায়ে এদের যথেষ্ট উন্নতি হয়। যে কোন কিছুই সবই এরা যাচাই করে নেয়। ভ্রমণের মধ্যে দিয়েও এদের জীবনে উন্নতি ঘটে। নানা মাত-প্রতিঘাতে এদের জীবনের লক্ষ্য গুলট-পালট হয়ে গেলেও এরা ভেঙ্গে পড়ে না, কারণ এরা আশাবাদী ও 'মৈথ্যাশীল'। বিখ্যাত শিল্পী, প্রবন্ধকার ও গবেষণাকারীর করতলে এই চল্লি-ক্লেজ খুব উঁচু থাকে। এই ক্লেজ সুপণ্ড ও উঁচু হলে জাতক যশস্বী, বাগ্মী সুবক্তা হতে পারে। তাদের জীবনে যে কোন নারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এদের আমায়, বাত, শ্রেমা, পুরিসী ও পেটের রোজ হতে সাবধান থাকা উচিত।

৭। **শত্রু :** শুক্রক্ষেত্র করতলে উঁচু ও প্রশস্ত থাকলে তারা সুন্দরের সূজা হয়। তাদের মন খুব ভাবপ্রবণ হওয়ার জন্যে তারা ভাল শিল্পী, চিত্রকর, সুন্দর ও গায়ক হতে পারে। এরা ভাল কবি, নর্তক ও বাদকও হতে পারে। যাদের করতলে এই শুক্রক্ষেত্র অন্যান্য ক্ষেত্রাপেক্ষা বেশী উঁচু থাকে তাদের স্বাস্থ্য নীরোগ থাকে ও তারা কামনা ও বাসনা বিলাসী হয়। পুরুষ হলে নারী ও নারী হলে পুরুষকে এরা তীব্র আকর্ষণ করতে পারে। শুক্রের ক্ষেত্র যদি অত্যন্ত বড় হলে পুরুষকে এরা তীব্র আকর্ষণ করতে পারে। শুক্রের ক্ষেত্র যদি অত্যন্ত বড় অর্থাৎ প্রশস্ত হয় তাহলে এরা সুরা ও সাকী ছাড়া বাঁচতে পারে না। সমাজের নিম্নস্তরে এদের ঠাই হয়। এই ক্ষেত্র বেশী উঁচু হলে বেচ্ছাচারীও হয়। কিন্তু ভালবাসার মর্যাদা দিতে এদের কুণ্ঠিত হয় না। প্রেমজ বিষয়ে এরা একটু বেশী

হিসেবী হয় বলে, বিয়ের পর বেশী সুখী হতে পারে না। যাদের সঙ্গে এদের প্রেম বা ভালবাসা হয়, তারা যে কোন কারণেই হোক এদের ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় না। এদের মেজাজ সবসময় ঠাণ্ডাই থাকে কিন্তু একবার-রেগে উঠলে কোনকিছু জ্ঞান থাকে না। খেতে ও বাওয়াতে এরা খুব ভালবাসে। ভাল পোশাক-পরিচ্ছদে এরা ছিমছাম। এদের মনও পরিবর্তনশীল। সবদিক দেখে ভেবে-চিন্তে এদের বিয়ে করা উচিত। কারণ বাল্যবিবাহ পরবর্তী জীবনে এদের সুখদায়ক না হলে-চরিত্রভ্রষ্ট হওয়াও এদের পক্ষে সম্ভব। যাই হোক, এদের স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা থাকায় এরা নানা বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে। এরা জীবনে ভাল অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক হতে পারে। এরা নাক, পলা, এপেন্ডিসাইটিস ও যৌনব্যধির কবলে পড়তে পারে।

৮। রাহ : করতলে রাহের ক্ষেত্র অনেকটা উঁচু থাকলে এই শ্রেণীর জাতক খুব সাহসী হয়। সেহের চেয়ে এদের মনের শক্তি বেশী থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা এরা মোটেই পছন্দ করে না। এরা দেহের শক্তি দিয়ে লড়ার চেয়ে মনের শক্তি তর্কযুদ্ধ করতেই ভালবাসে। এরা কোন কাজের মধ্যে না থেকে পাশ থেকে সাহায্য করতেই বেশী ভালবাসে। এরা উপদেষ্টা বা ভাল পরামর্শদাতা হতে পারে। বিদ্যাসম্পাতক, শঠ, প্রবন্ধক, মতসব্বাজ মামলাবাজ হয়। অসাধারণ বুদ্ধিমান এরা, তাই অর্থ-সংস্থান যে কোনভাবে করে নেয়। বুদ্ধির জোরে যে কোন বিষয় সহজেই এরা আয়ত্ত করতে পারে। এদের মধ্যে দম্ভ ও অহঙ্কার ভাব খুব বেশী। এরা খুবই ইন্দ্রিয়াসক্ত কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়। এদের মধ্যে রক্তদুষ্টি যৌনরোগ হতে পারে যদি এই ক্ষেত্র অত্যন্ত নীচু হয়। জল ও পার্বত্য অঞ্চলে কন্যাস এদের জীবনে অধিক কার্যকরী।

৯। কেতু : এই ক্ষেত্র করতলের বেশী উঁচু হলে ভাগ্যান, জমিদার এবং ভূ-সম্পত্তির মালিক নির্দেশ করে। এরা জীবনে কখনও অর্থকষ্ট পান না বা পৈতৃক সম্পত্তিও যথাযথ ভাবে রক্ষা করে। মনোরেখা যদি এদের লম্বা ও সোজা থাকে, তা হলে এরা অল্প শাস্ত্রের যে কোন শাখায় পারদর্শী হতে পারে। কিন্তু এরা খুব স্বার্থপর হয়। এরা নিজের লাভ-লোকসান হিসেব না করে কোন কাজ করে না। এরা খুব কামুক হয়। যদি এরা বিবাহ না করে তাহলে চরিত্রহীন হতে পারে। যাই হোক, জীবনটাই এরা আনন্দ ও সুখভোগের মধ্যেই কাটাতে পারে।

## সপ্তম অধ্যায়

### রেখা বিচার

এ অধ্যায়ে আমি হাতের প্রধান অগ্রধান রেখাসমূহের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

আমাদের হাতে ছয়টি প্রধান রেখা।

১। আয়ুরেখা (Life line)

২। শিরোরেখা (Head line)

৩। হৃদয়রেখা (Heart line)

৪। ভাগ্যরেখা (Fortune line)

৫। রবিরেখা (Sun line)

৬। স্বাস্থ্যরেখা (Line of health)



তাছাড়া আরও কয়েকটি অগ্রধান রেখা রয়েছে। অগ্রধান রেখাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি রেখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

- ১। মঙ্গলরেখা বা আয়ুরেখার সহায়ক রেখা (Mertial line)
- ২। বিবাহরেখা (Marriage line)
- ৩। প্রত্যক্ষ দর্শন রেখা

### করতলের প্রধান প্রধান রেখা

- ১। আয়ুরেখা (Life line) - করতলের বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নীচে থেকে যে রেখা উঠে শুক্রের চক্রের নীচ দিয়ে মণিবন্ধের দিকে গেছে, তাকে আয়ুরেখা বলে।
- ২। শিরোরেখা (Head line) - করতলের নির্দিষ্ট মঙ্গলের বুক থেকে যে রেখা সক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রের দিকে যায়, তাকে শিরোরেখা বলে।
- ৩। হৃদয়রেখা (Heart line) - করতলের বুধের ক্ষেত্রের নীচ থেকে যে রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে যায়, তাকে হৃদয়রেখা বলে।



- ৪। ভাগ্যরেখা (Fate line বা Fortune line) - করতলের চন্দ্রের ক্ষেত্র বা আয়ুরেখার পাশ দিয়ে উর্ধ্বাশী রেখাকে ভাগ্যরেখা বলে। উপরে উল্লিখিত চিত্র দেখলে বোঝা যাবে।

করতলের এই প্রধান চাররেখার সাধারণ গুণিই বলা হলো। কিন্তু এর হেরফের আছে। সবার হাতে একরকম রেখা থাকে না। সে সম্পর্কে প্রতিটি রেখা নিয়ে পরে আলোচনা করছি।

**রবিরেখা (Line of Sun Apollo line)** - যে রেখা আয়ুরেখা, মঙ্গলের সমতলক্ষেত্র বা চন্দ্রের ক্ষেত্র বা শিরোরেখা বা হৃদয়রেখা থেকে উঠে রবির ক্ষেত্রে যায়, সে রেখাই রবিরেখা।

**স্বাস্থ্যরেখা (Line of health)** - যে রেখা মণিবন্ধ বা তার নিকটবর্তী স্থান থেকে উঠে বুধের ক্ষেত্রে যায়, সে রেখাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে।

**ভায়াল্যাসিভা বা ছায়াপথ (Vialasciva)** - এ রেখাও শুক্রের ক্ষেত্রের ধার দিয়ে উঠে সক্রিয় মঙ্গলের বুক মেলবে।

**চন্দ্ররেখা (Line of Moon)** - এই রেখা চন্দ্রের দিক থেকে উঠে ধনুকের মত বেকে যায়।

**মঙ্গলের রেখা** - আয়ুরেখার ধার দিয়ে ঐ রেখার মত একটি রেখা শুক্রের দিকে যায়।

**গার্ডেল অব ভেনাস (Girdle of Venus)** - বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে যে রেখা বুধ ও রবির ক্ষেত্রের সীমায় মেশে তাকে গার্ডেল অব ভেনাস বলে।

**সোলেমান রিং (Solomons Ring)** - এই রেখা বৃহস্পতির উপরিভাগকে অর্ধবৃত্তের মতো ঘিরে রাখে - এ রেখা নিম্নসন্দেহে একটি ভাল রেখা।

### রেখা থেকে বয়স নির্ধারণ

রেখার মাধ্যমে সঠিকভাবে বয়স নির্ধারণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নি। হাতে এমন একটি রেখাও নেই - যাতে এককভাবে বয়সের চিহ্ন পরিষ্কার রয়েছে। অতএব যিনি হাত দেখাতে আসবেন, তাঁর কাছেই বয়স জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। তিনি যে সব সময় সঠিক বয়স বলবেন তা নয়, কিছুটা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে হবে।

আয়ুরেখা থেকে বয়স নির্ধারণ করতে হলে একটা সাদা সুতো আয়ুরেখার শুরু থেকে মণিবন্ধের প্রথম রেখা পর্যন্ত মাপতে হবে। যদি আয়ুরেখাটি মণিবন্ধের অনেক আগেই বিলীন হয়ে যায়, তবে আয়ুরেখার বাক সহ মাপ নিয়ে দেখতে হবে - তা মণিবন্ধ পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না। আয়ুরেখার গড় মাপ নিয়ে দেওয়া হলো। আয়ুরেখার মাপ ওপর থেকে নিচের দিকে। (পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখুন)।

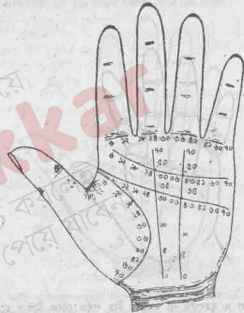




শনিরেখা (Fate line)-মাগার নিচু থেকে ওপরে উঠতে হবে। অর্থাৎ নিবন্ধ থেকে শিরোরেখা ৩০-৩৫ বৎসর সূচক। শনিরেখার শিরোরেখা থেকে হৃদয়রেখা পর্যন্ত অংশ ৩৫-৪৫ বয়সক্রমসূচক এবং হৃদয়রেখা থেকে শনি-পর্বত পর্যন্ত অংশ ৪৫-৭০ বয়সক্রম সূচক। (নিম্নে চিত্রে দেখুন)।



রবিরেখা মাগার ব্যাপারেও শনিরেখা মাগার রীতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ রবিরেখার গণনাও নীচ থেকেই শুরু করতে হবে এবং এি ভাবেই বয়স নির্ণয় করতে হবে। বুধরেখা বিচারের ব্যাপারেও নিচ থেকে শুরু করতে



হবে। কিন্তু বুধরেখাটি লম্বায় অপেক্ষাকৃত ন্যূনতীর্ণ হওয়ায় বয়সের রেখাঙ্কের ব্যবধান কম হবে। অর্থাৎ ৬ থেকে ১২, ১৮ থেকে ২৪ ইত্যাদির ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম হবে। (উপরের চিত্রে দেখুন)

হৃদয়রেখাও বৃহস্পতির পর্বত থেকে শুরু হয়ে অর্থাৎ বুধের পর্বতের নীচে সমাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব বৃহস্পতি পর্বতের কাছে থেকেই হৃদয়রেখার বয়সের রেখাঙ্ক শুরু হবে এবং এখান থেকেই বয়স গণনা শুরু হবে। হৃদয়রেখার

গতিপথ নানান ধরনের হতে পারে। কিন্তু সচরাচর বৃহস্পতি পর্বত থেকেই শুরু হয়ে থাকে। অতএব বয়সের গণনা বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকেই শুরু করা আবশ্যিক। (নিম্নে চিত্র দেখুন)।



শিরোরেখা ও বৃহস্পতি বা মঙ্গলের নিম্ন পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়ে (Percussion বা চন্দ্র পর্বতের ক্ষেত্রে সমাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব শিরোরেখার বয়সাক্ষ হৃদয়রেখার অনুরূপ হবে।

আয়ুরেখা থেকে বয়সাক্ষ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা প্রভৃতি হৃদয়রেখা বা শিরোরেখায় রয়েছে কি না তা জানা দরকার।

যদি আয়ুরেখা থেকেই বিশেষভাবে ব্যক্তির আয়ু ও জীবনের বিশেষ ঘটনাদি নির্ণীত হয়ে থাকে, তবুও অন্যান্য রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত কিনা তা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

হাতের হরিজটাল রেখাদির ক্ষেত্রে বয়সাক্ষ নির্ণয়ের জন্য একজন ইংরেজ হস্তরেখাবিদ একটি অদ্ভুত drawing পেশ করেছেন যাতে হৃদয়রেখা ও শিরোরেখায় date-marking রয়েছে। এক্ষেত্রে সেই বিচারটি অনেকাংশে সঠিক বিবেচনা করে নীচে উল্লেখ করলাম (নিম্নে চিত্র দেখুন)।



আমি তুলনামূলকভাবে বিশেষ বিচার করে পাঠক ও শিক্ষার্থীগণকে উপরোক্ত চারটি অনুসরণ করতে বিশেষ অনুরোধ করবো। সকল চার্টেই মানুষের গড় আয়ু ৭০ বৎসর ধরা হয়েছে তবে ব্যক্তি জীবনের বিশেষ ঘটনার নিরীখে যদি রেখা সমূহে সে ধরনের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রয়োজনবোধে বয়সাক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবধান হ্রাস করে বিচার করতে হবে।

আর প্রণয়রেখা দুটে বিবাহের বয়স নিরূপণের ক্ষেত্রে হৃদয়রেখার শেষ প্রান্ত বুধের আঙ্গুলের তৃতীয় পর্বের নিরাংশ অর্থাৎ বুধের আঙ্গুলের গোড়া পর্যন্ত Percussion-এর দিকের বুধ-ক্ষেত্রকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

## বৃহস্পতি ও তার ক্ষেত্র

তর্জনির মূল থেকে আয়ুরেখার উৎসমুখ পর্যন্ত বৃহস্পতির ক্ষেত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রকারগণ এবং হস্তরেখাবিদগণ বৃহস্পতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন। বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। দেবতাদের সর্বপ্রধান ততাকাজী।

১। বৃহস্পতির ক্ষেত্রমুখ প্রথম আঙ্গুরের দিকে অগ্রসর হলে মানুষ সবজাত্য, গর্বিত ও অহঙ্কারী হন।

২। বৃহস্পতির ক্ষেত্রমুখ শনির ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলে আত্ম-সংগে নশীল, আত্মবিশ্রেষণকারী হন।

৩। বৃহস্পতির ক্ষেত্র হৃদয়েরেখার দিকে অগ্রসর হলে অত্যন্ত স্নেহশীল হন।

৪। বৃহস্পতির ক্ষেত্র শিরোরেখার দিকে অগ্রসর হলে বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়।

৫। বৃহস্পতির ক্ষেত্র আয়ুরেখার দিকে অগ্রসর হলে কুলোজ্জ্বল করেন।



করতলে বৃহস্পতির ক্ষেত্র সুন্দর, নাতিদীর্ঘ ও নাতিক্ষুদ্র হলে সেই মানুষকে বৃহস্পতির ঘরের মানুষ বলা হয়।

বৃহস্পতি স্পষ্ট ও নিখুঁত হলে মানুষের গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হয়। একটু স্থলকার হন। কণ্ঠস্বর সুন্দর, আয়ত লোচন, মৃদুহাসিমুখ ও প্রফুল্লবদন তিনি। মাথার চুল সুন্দর বড় ও কুণ্ডিত। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চুল উঠে যায়। বৃহস্পতির সুগঠিত ক্ষেত্রের জন্য করতলের অন্যান্য গ্রহের প্রভাব খুবই হ্রাস পায় এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার বৃহস্পতির ক্ষেত্র উঁচু বা নিম্ন হলে মানুষের নাক কুণ্ডিত ও দাঁতের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রেখাপাত করে।

বৃহস্পতির মানুষের তর্জনী খুবই সুগঠিত এবং চৌকো আর অগ্রভাগ সামান্য স্থল হয়। করতল নরম-মাংসল, বুড়ো আঙ্গুরের প্রথম পর্ব চওড়া ও লম্বা হয়।

## শনি ও তার ক্ষেত্র

করতলের মধ্যমার মূলভাগ থেকে হৃদয়েরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হল শনির ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্র রবি ও বৃহস্পতির ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্থানে রচিত হয়েছে। করতলে এই রেখা সবচেয়ে স্পষ্ট হলে তাকে শনির ঘরের মানুষ বলা হয়।



করতলে শনির ক্ষেত্র সুন্দর হয়ে আয়ুপ্রকাশ করলে মানুষ ধৈর্যশীল, গভীর, অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, সহিষ্ণু, সুগভীর বুদ্ধিমান, খনির মালিক, রাজা বা জমিদার

দূর হয় না- নানা বাধা বিপত্তি, অর্থাভাব, শত্রুভয় লেগে থাকে।



৯। শনির ক্ষেত্রের কাছে শিরোরৈখা যদি ভাঙ্গা থাকে এবং ঐ রেখাতে বহু দাগচিহ্ন থাকলে চন্দ্রের ক্ষেত্র কুৎসিত হলে বধিরতা, পায়ে আঘাত প্রভৃতি রোগ হতে পারে। শনির ক্ষেত্রে বছরেখা ও মধ্যমানের তৃতীয় পর্বে বছরেখা থাকলে এসব রোগ হয়।



১০। শনির ক্ষেত্রের কাছে হৃদয়েরেখা শনির অনেক ক্রশ থাকলে বাতে পঙ্গু

হবার আশংকা।

১১। শনির রেখা ভাগ্যরেখাকে বিখণ্ডিত করলে পদে পদে ভাগ্যহানি হয়।

১২। শনির ক্ষেত্র থেকে একাধিক রেখা সিঁড়ির মত বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে গেলে জনতার কাছে প্রভূত সম্মান পাওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি লাভ হয়।



১৩। কিন্তু ঐ রকম রেখাগুলি হৃদয়েরেখাকে কর্তিত করলে বুকে আঘাত লাগার সম্ভাবনা প্রবল।

১৪। শনির ক্ষেত্রে দাগ থাকলে তা অতি অন্তত।

১৫। শনির ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন থাকলে স্নেহহারা, অপুত্রক, বিজ্ঞান বহির্গত কাজকর্মে লিপ্ত এবং দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দেয়।

১৬। শনির ক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন থাকলে পক্ষাঘাত হতে পারে। এই চিহ্ন

অস্পষ্ট থাকলে ব্যাখ্যিতে খুব কষ্ট পায়।

১৭। শনির ক্ষেত্রে ও চন্দ্রের তারকা চিহ্ন থাকলে, শিরোরোখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে হেলে গেলে এবং হৃদয়রোখা আয়ুরোখার সঙ্গে মিশলে পক্ষাঘাত রোগে খুবই কষ্ট পাবেন।

১৮। শনির ক্ষেত্রের উপর শুক্র বক্ষনী ভগ্নাবনর তারকাচিহ্নিত হলে যৌনব্যাধিতে মৃত্যু।

১৯। শনির ক্ষেত্রে তারকাচিহ্ন এবং ঐ চিহ্নকে ভাগ্যরোখা অতিক্রম করলে খুন বা খুনী হতে পারেন।



২০। শনির ক্ষেত্রে কোন বস্তু থাকলে তা সৌভাগ্যসূচক। ঐ চিহ্ন খুব কমই দেখা যায়।

২১। শনির ক্ষেত্রে যদি চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকে তাহলে আপনি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন।

২২। ঐ চতুষ্কোণ চিহ্নের মধ্যে যদি তারকা চিহ্ন থাকে তাহলে আরো বেশী শুভ হয়।

২৩। ঐ চতুষ্কোণে রক্তাক্ত ফোঁটা থাকলে আগুন থেকে সাবধানে থাকবেন।



২৪। শনির ক্ষেত্রে ত্রিভুজ থাকা বিধাদের প্রতীক।

২৫। শনির ক্ষেত্রে জালচিহ্ন থাকলে মামলা-মোকদ্দমায় প্রচুর অর্থক্ষতি ও বেশী বয়সে কারারুদ্ধ হওয়া।



২৬। শনির ক্ষেত্রে যদি বৃহস্পতির চিহ্ন থাকে তাহলে শুভ। প্রজ্ঞাবান ও দার্শনিক হন। জীবনকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেন।

## বুধ ও তার ক্ষেত্র

করতলে কনিষ্ঠার মূল থেকে হৃদয়রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত বুধের ক্ষেত্র। বুধের ক্ষেত্রের অবস্থান এবং তার আকৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গোলাকৃতি হয়।

করতলে বুধ শুভভাবে থাকলে কল্পনাশক্তি, সৃজনশক্তি, ধীরতা, প্রতিভা, কবিত্ব, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, বাচনভঙ্গী, বাণিজ্য কৌশল, ন্যায়নীতি, অধ্যাপনা প্রভৃতি প্রকাশ করে।

করতলে বুধের ক্ষেত্র গর্তযুক্ত, মলিন, ক্ষুদ্র বা কর্কশ হলে মুর্থতা, বাচালতা, উন্মত্ততা, চুরিবিদ্যা, সূচীজীবিকা, কুসীদজীবী, দাস, দূত প্রভৃতি হীনকার্য প্রকাশ করে।



১। বুধের ক্ষেত্র কনিষ্ঠার মূলে উন্নত থাকলে বাচন ভঙ্গী রসাল, তীক্ষ্ণ বাগ্মীতা, রাত জেগে বিদ্যাচর্চা প্রকাশ।

২। বুধের ক্ষেত্র রবির ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হলে-সুন্দর ও বলিষ্ঠ বক্তা, প্রগলভ, ব্যবসায়ী ও শিল্পশ্রেমিক হন।

৩। বুধের ক্ষেত্র তার ডানদিকে করতলের দিকে ঝুঁকে থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসার লাভ করেন ও ধনবৃদ্ধি হয়।



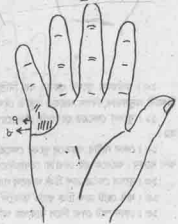
৪। বুধের ক্ষেত্র মঙ্গলের সক্রিয় ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসরমান থাকলে বহু পরিশ্রম করে ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জন করেন। ইনি কখনো কর্মে বিমুখ হন না।

৫। বুধের ক্ষেত্র যদি অসুন্দর, খর্বকায় বা অতি দীর্ঘ, কুণ্ঠিত বা রেখাবহুল হয় কোষ্ঠকাঠিন্য লিভারের রোগ, অল্পশূল, জতিস, স্নায়বিক দুর্বলতা কম্পনরোগ হয়।

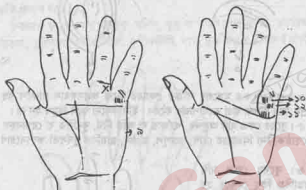
৬। বুধের ক্ষেত্র যদি অস্বাভাবিক কিছু দেখতে হয় তাহলে জাতক আত্মহত্যা করতে পারেন।

৭। বুধের ক্ষেত্রে একটি সরলরেখা যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভাগ্যবান। ঐ রেখা গভীর ও স্পষ্ট হলে বিজ্ঞান চেতনা দৃঢ়।

৮। বুধের ক্ষেত্রে যদি পরপর ছয়টি রেখা স্পষ্টই দেখা যায় তাহা হলে জাতক চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করবেন।



৯। করতল শনির দ্বারা প্রভাবিত থাকলে, শিরোরোখা ক্ষুদ্রকায় এবং ভাগ্যরোখাকে ছিন্ন করেছে, দ্বিতীয় অঙ্গুলী চওড়া- রবি ও বুধের মাঝে (তৃতীয় ও চতুর্থ আঙ্গুলের মাঝে) ক্রশ চিহ্ন থাকলে, বুধের ক্ষেত্র বলিষ্ঠ বহু রেখাযুক্ত হলে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় পায়দশী হন। নানা শল্যচিকিৎসা করেন।



১০। করতলে বুধের ক্ষেত্রে বহু মিশ্রিত রেখা থাকলে কুটিল বুদ্ধিযুক্ত, বিজ্ঞানী অনুসন্ধান, বিপদ সম্ভাবনা প্রভৃতি দেখা দেয়।

১১। বুধের ক্ষেত্রের রেখাগুলি হৃদয়ের সাথে স্পর্শ করলে অযথা অর্থক্ষতি হয়।

১২। কোন নারীর করতলে বুধের ক্ষেত্রে ভার্টিকাল রেখা থাকলে তিনি বেশী কথা বলেন। অনেকে এই রেখা বা রেখাগুলিকে সন্তান রেখা বলে ভুল করেন।

১৩। বুধের ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন থাকলে গায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা।

১৪। যদি ছোট ক্রশ চিহ্ন থাকে তাহলে ধনাদি চুরি যাবে।

১৫। কোন স্পট দেখা দিলে ব্যবসায় ক্ষতি।



১৬। কক্ষবর্ণ স্পষ্ট থাকলে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১৭। বুধের ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন থাকলে দেখতে হবে বুধের ক্ষেত্র উঁচু কিনা। উন্নত হলে বুঝতে হবে তার প্রতিভা চাপা থাকবে। কূটবুদ্ধি ও ব্যবসায়ী বুদ্ধি বেশী দেখা দেবে।

